এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ণদাস বাউল
এক দেশ, এক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে শমীকের বার্তা ৩

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.09.2026, Vol. 20 Issue No. 91, 8 Pages, Price 3.00

‘শিকড়-সহ উপড়ে ফেলব’

গেরুয়ার অপমানে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুরে ‘গেরুয়া সম্মান যাত্রা’-র মঞ্চ থেকে ফের রাজনৈতিক ও আদর্শগত লড়াইয়ের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত গেরুয়া সম্মান যাত্রা কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করার পরই তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়াকে অপমান বা সনাতন ভাবধারাকে কটাক্ষ করার আগে ভবিষ্যতে ‘পাঁচবার ভাবতে হবে’। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ‘গেরুয়ার অপমান আমরা সহ্য করব না।’

ভাষণে কাশ্মীর, প্যালেস্তাইন এবং বামপন্থী রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, ফ্রি করো প্যালেস্তাইন, কিষাণজি রেড স্যালুট; কী করে সাফ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানে।’ একই সঙ্গে পদ্মশ্রী কার্তিক মহারাজ-সহ উপস্থিত সন্ন্যাসী, মন্ত্রী, বিধায়ক ও সংগঠকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি জানান, শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আবার যাদবপুরে আসবেন। এক বার গীতা পাঠ এবং অন্য বার হনুমান চালিসা পাঠের কর্মসূচি করবেন বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আরও আক্রমণাত্মক সুর শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে। পাশাপাশি জানান, বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনা হবে। তাঁর দাবি, ওই বিলে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলির নীতি চালু করা হবে। সেই আলোচনায় নিজেও বক্তব্য রাখবেন বলে জানান তিনি।

এর পরই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি গ্যাংকে আর কিষাণজিকে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের, আর যারা গেরুয়া তাণ্ডব লিখেছেন, তাদের শিকড়-সহ তুলে আনবো আমি।’ যাদবপুরকে ‘সেন্টার অফ এক্সিলেন্স’, ঋষি অরবিন্দের কর্মভূমি বলে উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আমি পণ করেছিলাম ১১-তে কমিউনিস্টকে সরাবো। আমি পণ করেছিলাম মোদীজির নেতৃত্বে ২৬-এ এই জামাতি সরকারকে সরাবো। আপনাদের সাহায্যে সেটা হয়েছে।’ উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি ভবিষ্যতেও পাশে থাকার আহ্বান জানান।

স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্যদেব ও স্বামী প্রণবানন্দের আদর্শের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এখানে গেরুয়াই হবে, গেরুয়াই হবে, গেরুয়াই হবে।’ বক্তব্যের শেষে ‘জয় শ্রী রাম’, ‘ভারত মাতা কি জয়’ এবং ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনির মধ্য দিয়ে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে স্লোগান দেন। পরে ফের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে যাদবপুরের গেরুয়া সম্মান যাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে গোলপার্ক থেকে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত ওই মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলে দলে যোগ দেন অসংখ্য নাগা সন্ন্যাসী ও বিভিন্ন

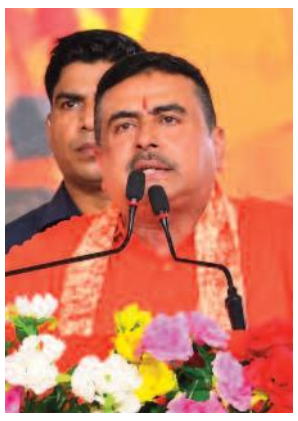

সাধু-সন্ত। গেরুয়া পোশাক পরেই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এবিভিপি ও এসএফআইয়ের সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ চড়িয়েছে গোটা এলাকায়। সেই পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার গেরুয়া সম্মান যাত্রার আয়োজন করা হয়। এই মিছিলটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

এদিনের মিছিলে অংশ নেওয়া নাগা সন্ন্যাসীদের একাংশের দাবি, গেরুয়া বসনকে অসম্মান করা হয়েছে। সেই অভিযোগ তুলেই তাঁরা এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন। এক নাগা সন্ন্যাসী বলেন, ‘আমরা অষ্টধারী নাগা সন্ন্যাসীরা দেশের জন্য জীবনদান করেছি। আমরা অষ্টধারী নাগা সন্ন্যাসীরা মুঘলদের আমলে অস্ত্র ধরেছি। ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র ধরেছি। তবু কেন আমাদের অপমান করা হচ্ছে? কোনও বুদ্ধিজীবী, কোনও রাজনৈতিক নেতা প্রতিবাদ জানাননি। মুখ্যমন্ত্রী যে এই উদ্যোগ নিয়েছেন, তাই তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওঁর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।’

বুধবার গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত গেরুয়া সম্মান যাত্রা কর্মসূচিতে গেরুয়া ঝান্ডা হাতে মিছিলের নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

খাবারের পর ওষুধ ও আগুনে নজর

শহরজুড়ে তল্লাশিতে ড্রাগ কন্ট্রোল ও ইবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিনকয়েক আগেই ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় আড়াই হাজার বোতল কোডাইন ফসফেট যুক্ত কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের ওষুধ বিক্রি ও সেবন আইনি অপরাধ। সেই কাশির সিরাপের বিপুল মজুত ও কারবারের উৎস খুঁজতে এবার শহরের ওষুধ পট্টিতে নজিরবিহীন হানা দিল রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল এবং কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অর্থাৎ ইবি।

বুধবার সকাল থেকেই যৌথ দল একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় বড়বাজারের বিখ্যাত মেহতা বিল্ডিংয়ে। পাশাপাশি ইবি ও ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকেরা হানা দেন তিলজলা ও তপসিয়া এলাকার বেশ কিছু গুদাম ও দোকানে। তদন্তে নেমে বুধবার আধিকারিকদের প্রথম লক্ষ্য ছিল মেহতা বিল্ডিংয়ের ‘এমএস লাইফলাইন ড্রাগ প্রাইভেট লিমিটেড’। উল্লেখ্য, এই নামী সংস্থার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এসএসকেএম, আরজি কর এবং বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মতো রাজ্যের শীর্ষ সরকারি হাসপাতালের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলি, যেখানে রোগীদের ৮০ শতাংশের বেশি ছাড় দেওয়া হয়। ঘটনার বিষয়ে সংস্থার ম্যানেজার অশোক ভৌমিক বলেন, ‘ড্রাগ কন্ট্রোলের তদন্তকারী আধিকারিকদের আমরা সব রকমভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছি। সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হয়েছে।’

লাইফলাইন ড্রাগসের পাশাপাশি মেহতা বিল্ডিংয়ের আরও চারটি বড় পাইকারি ওষুধ সংস্থায় একই সময়ে তল্লাশি চালায় ইবি ও ড্রাগ কন্ট্রোলের পৃথক দল। এই তালিকায় ছিল, কেবি ফার্মা, সিএল দত্ত অ্যান্ড কোম্পানি, দেশাই অ্যান্ড কোম্পানি, পাল ব্রাদার্স। ড্রাগ কন্ট্রোলের অতিরিক্ত ডিরেক্টর পদমর্যাদার অফিসারদের নেতৃত্বে এই অভিযানে ছিলেন একাধিক ড্রাগ ইনস্পেক্টর। পাইকারি দোকানগুলির বিক্রয় ও মজুত সংক্রান্ত রেজিস্টার, চালান এবং চালান অনুযায়ী ব্যাচ নম্বর মিলিয়ে দেখা হয়। অভিযানে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তদন্তকারীদের। সিএল দত্ত অ্যান্ড কোম্পানির কাউন্টারে ফ্রিজের ভিতর রাখা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বহু নথি! বরফ জমা ফ্রিজে কেন নথি আড়াল করে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় দোকান কর্তৃপক্ষকে।

অভিযান শেষে রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রের খবর, মেহতা বিল্ডিংয়ের প্রায় প্রতিটি দোকানেই মজুত ওষুধ এবং বিক্রির নথির মধ্যে ব্যাপক গরমিল দেখা গিয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে ওষুধের আসল ব্যাচ নম্বরের সঙ্গে চালানের ব্যাচ নম্বর মেলেনি।

পুজোর আগে শপিং মলে হানা দমকলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগে শহরের বড় শপিং মলগুলিতে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বুধবার অভিযানে নামে দমকল বাহিনী। এদিন সকালে কলকাতার মাণি স্কোয়ার ও সাউথ সিটি মল-সহ একাধিক জায়গায় পরিদর্শন করেন দমকলের আধিকারিকরা। শুধু আগুন নেভানোর সরঞ্জাম নয়, আপৎকালীন পরিস্থিতিতে মানুষকে নিরাপদে বের করে আনার ব্যবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। এছাড়াও ফুড কোর্ট থেকে জরুরি বেরোনোর পথ, শপিং মলে সম্ভাব্য সমস্ত সুরক্ষা বিধিও খুঁটিয়ে দেখে দমকল। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর ও আসানসোলেও চলে এই ফায়ার অডিট। ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যজুড়ে মোট ২৯টি শপিং মল ও কমপ্লেক্স এই পরিদর্শনের আওতায় আসতে চলেছে বলেই রাজ্য দমকল সূত্রে খবর। এছাড়াও মলগুলিতে ফায়ার অ্যালার্ম ঠিকমতো কাজ করছে কি না, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম রয়েছে কি না এবং জরুরি অবস্থায় বেরোনোর পথ খোলা ও ব্যবহারযোগ্য রয়েছে কি না, সেসব বিষয় পরীক্ষা করা হচ্ছে বলেই দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে। যে সব তলায় ফুড কোর্ট রয়েছে, সেখানেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। পুজোর আগে কেনাকাটার মরশুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন শপিং মলে প্রতিদিন ভিড় বাড়ছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে সেই ভিড় আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে। সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দমকল দপ্তর সূত্রে দাবি করা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি শপিং মলের ম্যানেজার জানান, তাঁদের মলে অগ্নি-নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা রয়েছে। নিয়মিত মাসে এক বার মক ড্রিল করা হয়। এছাড়াও কর্মীদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

সাউথ সিটি মলে অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন দমকলের আধিকারিকরা।

সেপ্টেম্বরেই চটকলের শ্রমিকদের বোনাস নির্দেশ শ্রমমন্ত্রীর

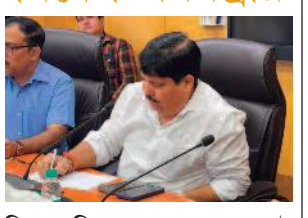

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের সমস্ত জুট মিলের শ্রমিকদের বোনাস সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। বুধবার নিউ সেক্রেটারিয়েটে জুট শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের ২৩টি ট্রেড ইউনিয়ন, ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন (আইজেএমএ), জুট কমিশনারের দপ্তর (জেসিও), জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া (জেসিআই) এবং শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়ন ও মিল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য শোনার পর শ্রমমন্ত্রী জানান, প্রচলিত নিয়ম ও আইনের আওতায় থেকেই সমস্ত জুট মিলকে সেপ্টেম্বরের শেষের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস দিতে হবে। পুজোর আগে যাতে শ্রমিকরা নির্ধারিত সময়ে বোনাস পান, তা নিশ্চিত করতেই এই নির্দেশ। শ্রমমন্ত্রী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে মিলগুলি সচল রাখতে সহযোগিতার আবেদনও জানান। একই সঙ্গে আশ্বাস দেন, পুজোর পর নতুন মজুরি চুক্তি, ভবিষ্যতের বোনাস এবং শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত অন্যান্য দাবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বৈঠকে জুট শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে জুট কমিশনারের দপ্তর এবং জেসিআই-এর সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক জুট-সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের এক জন প্রতিনিধিকে যুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে জুট শিল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকারেরও সরাসরি অংশগ্রহণ থাকবে। শ্রমমন্ত্রী আরও জানান, তিনি নিজে প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করবেন। জুট শিল্পের কৃষক, শ্রমিক, মিল কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ীদের সমস্যা তুলে ধরা হবে সেখানে। পাশাপাশি জুট শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে একটি ছোট কার্যকরী গোষ্ঠী গঠনেরও ঘোষণা করেন তিনি।

সুমিতের অ্যাকাউন্টে ১৫ কোটির লেনদেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শালবনি জমি দুর্নীতি মামলায় নয়া বিতর্ক। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় ১৫ কোটি টাকার রহস্যজনক লেনদেনের বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনল রাজ্য সরকার। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানিতে রাজ্য স্পষ্ট জানায়, শুধুই গত জুন মাসে তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা। এরই প্রেক্ষিতে সুমিতকে হেপাজতে নিয়ে জেরার আবেদন জানান রাজ্যের আইনজীবী। আদালত সূত্রে খবর, আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি বেআইনিভাবে মিউটেশন করিয়ে বিক্রি এবং জাল নথি তৈরির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে। স্থানীয় জমি দালালি চক্রের সূত্রেও সুমিত রায়ের নাম উঠে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। মেদিনীপুরের সিএমএম আদালত সুমিতের বিরুদ্ধে আগেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। এরপর কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেলে তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন। আপাতত হাইকোর্টের নির্দেশের পর সুপ্রিম কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ পেয়ে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন তিনি।

এদিকে সূত্রে খবর, বুধবার সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি শুরু হয়। রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া এই বিপুল অর্থের উৎস অত্যন্ত সন্দেহজনক। জট ছাড়াতে সুমিতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন। তদন্তে সহযোগিতার অভাব সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণে আদালতে লিখিত ট্রান্সক্রিপ্ট এবং জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিয়ো বয়ানও পেশ করে রাজ্য।

পাশাপাশি, সওয়ালে সলিসিটর জেনারেল আরও একটি অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের রেকর্ডে কোথাও সুমিতের পদবির বানান ভিন্ন লেখা হয়েছে। এই বানানের হেরফেরকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে তিনি জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করার চেষ্টা করছেন যে, দুই ব্যক্তি এক নন। যদিও ব্যাঙ্কের প্যান কার্ড নম্বরের তথ্যানুযায়ী স্পষ্ট যে দু'টি নামই একই ব্যক্তির।

অন্যদিকে, সুমিত রায়ের আইনজীবী গোপালশঙ্কর নারায়ণ এবং অয়ন ভট্টাচার্য সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেন। পাল্টা নথি জমা দিয়ে তাঁদের দাবি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া টাকা আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সদস্যদের মেম্বারশিপ ফি-র টাকা।

বিশেষ অধিবেশন

■ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলির আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে আজ বিধানসভার বিশেষ এক দিনের অধিবেশনে পেশ হতে চলেছে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬। সরকারের দাবি, বিলটি আইনে পরিণত হলে পুরনো ও নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে মানবসম্পদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

কলকাতা হাইকোর্টে রবীন্দ্র-যুগের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি পেল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার সকালে হাইকোর্টের ১ নম্বর এজলাসে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৪৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগে। রাজ্যের নতুন প্রধান বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল আরএন রবি। শপথগ্রহণে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, স্পিকার রথীন্দ্র বসু।

এছাড়া হাইকোর্টের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারপতি, বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং আইনজীবী মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এতদিন পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী। স্থায়ী প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব নেওয়ায় হাইকোর্টের প্রশাসনিক ও বিচার প্রক্রিয়ায় আরও গতি আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অভিজ্ঞ আইনজীবী মহল।

সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাইয়ের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বিঠ্ঠলরাও ঘুগেকে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত করার সুপারিশ করে। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই সুপারিশে সম্মতি জানানোর পরেই কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি শ্রী রবীন্দ্র ভি ঘুগের শপথগ্রহণের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতির দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় আইনি কর্মজীবনের রেকর্ড রয়েছে। ১৯৯০ সালে ছত্রপতি সম্ভাজীনগরের (পূর্বতন ঔরঙ্গাবাদ) এমপি ল' কলেজ থেকে আইনের ডিগ্রি অর্জনের পর ওই বছরই বম্বে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পেশাগত জীবনের সূচনায় শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমজীবী মানুষদের হয়ে প্রায় দুই সহস্রাধিক মামলায় সওয়াল করে বিশেষ পরিচিতি পান। পাশাপাশি, আড়াইশোরও বেশি কর্পোরেট ও বহুজাতিক সংস্থার পক্ষেও তিনি সফলভাবে সওয়াল করেছেন।

আইনি পেশার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্র এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনের কাজেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাবাসাহেব আম্বেদকর মারাঠওয়াড়া বিদ্যাপীঠে তিনি দীর্ঘদিন অতিথি অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পিতা ভিবি ঘুগে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এছাড়া ঔরঙ্গাবাদের ‘বার অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল লয়ার্স’-এর সচিব ও সভাপতি পদেও তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৩ সালের ২১ জুন বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত হন রবীন্দ্র ভি ঘুগে। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের জুন মাসে তিনি বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এবার দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কলকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী প্রধান বিচারপতি হিসেবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME
I Manav Gupta, S/o Pankaj Kumar Mittal, resident of Meghdoot Tower, 16/2, Round Tank Lane, Mallick Fatak, Howrah-711 101, do hereby declare that I have changed my name from Manav Gupta to Manav Mittal and henceforth I shall be known as Manav Mittal in all purpose, vide affidavit no 14044 sworn before the Learned judicial Magistrate 1st Class, Kolkata on 07th Sept 2026. That Manav Gupta and Manav Mittal both are same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন
আমি **মঞ্জুরা বিবি**, স্বামী: সেক ইরশাদ হোসেন, গ্রাম- সতকুই, পোঃ- মাতকাতপুর, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১৩০৫-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমার নাবালিকা কন্যার নাম **সারিয়া খাতুন** এবং তার **জন্মতারিখ ২৪.১২.২০২০**। অজ্ঞতার কারণে পূর্বে তার জন্ম নথিভুক্ত করা হয়নি এবং তার কোনো জন্ম শংসাপত্র (Birth Certificate) নেই। এছাড়া, আমার স্বামীর আধার কার্ডে (নম্বর ৫৬৯৯ ৫৬৫৭ ২০৮৮) তার নাম **'Sk Irshad Hosen (সেক ইরশাদ হোসেন)'** হিসেবে নথিভুক্ত আছে, অথচ আমার আধার কার্ডে **(নম্বর ৭৭১৭ ৯৭৫৭ ৬৬৮৪)** আমার স্বামীর নাম **'Sk Irshad Hosen(সেক ইরশাদ হোসেন)'** এর পরিবর্তে ভুলবশত **'Sk Irsad'** লেখা হয়েছে, এবং এই দুটি নাম একই ব্যক্তি অর্থাৎ আমার স্বামীকেই বোঝায়। এখন আমি আমার নাবালিকা কন্যার জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি, এ বিষয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০১.০৬.২০২৬ তারিখে ১২৯৩৪ নম্বর হলফনামা এফিডেভিট সম্পাদন করা হয়েছে।

CHANGE OF NAME
I, Hemlata J. Shah w/o. Late Jayantilal J. Shah R/O 39/1, Girish Mukherjee Road, Flat-3D, Kolkata-700025, P.S. Bhowanipore, West Bengal, declares I am holder of Indian Passport No. N7155064 issued on 24-02-2016. At the time of submission of application before the R.P.O., I wrote my name as "Hemlata Shah", but in all my official records such as PAN Card, Voter ID Card and Aadhar Card, my name has been recorded as "Hemlata J. Shah", as declared before CJM Court, Kolkata (West Bengal) vide affidavit no. BC 475658 Dated 08.09.2026 Hemlata Shah and Hemlata J Shah are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I Arwa Hazrat & Hazrat Arwa Zohar D/O Zohar Noman Hazrat, presently R/O Savitribai Phule hall-II, IIT kharagpur, west bengal, 721302 shall henceforth be known as Arwa Zohar Hazrat as declared before the court of 1st class JM Kharagpur Paschim Medinipur vide affidavit no 11601 dated 08.09.2026. Arwa Hazrat & Hazrat Arwa Zohar and Arwa Zohar Hazrat both are same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Laxmi Jha D/o Maheshwar Jha, resident of GH 2 Rabindra Pally, Jyangra, West Bengal -700059 do hereby declare that I have changed my name from Laxmi Jha to Laxmi Chaudhary to Laxmi Jha Chaudhary and henceforth I shall be known as Laxmi Jha Chaudhary in all purposes, vide affidavit dated 22/07/2026 at Sealdah court, sworn before the Notary Madhu Chhand Bhattacharya (88/07). Laxmi Jha Chaudhary, Laxmi Chaudhary and Laxmi Jha are the same and one person.

CHANGE OF NAME
Abdur Rashid Khan, S/o Abubakkar Khan, resident of Vill-Kabi Nazrul Sarani, P.S. Baruipur, South 24 Pgs, West Bengal-700144, do hereby declare that my name is Abdur Rashid Khan and in the documents of my son, Tousif Khan, my name has been mentioned as Abdur Rasid Khan. Henceforth, I shall be known as "Abdur Rashid Khan" instead of "Abdur Rasid Khan" for all purposes. Sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Canning court Affidavit No. 2166 26 dated 08.09.2026. Abdur Rashid Khan & Abdur Rasid Khan are one and the same and identical person.

CHANGE OF NAME
I, Suraj Sk S/o- Afajuddin Sekh residing at Village-Bazarpara, PO -Radharghat, PS -Berhampore,Dist-Murshidabad. Suraj Sk & Kamal Sekh is the one,Same& identical person vide affidavit dt-21/09/2026 before Ld.J.M.1st class at Berhampore, Murshidabad.

HOPE INSTITUTE OF BENGAL
Beldubi, Panchla, Howrah
Wanted Assistant Professor in Bengali, Science, Maths, Social Sc. for D.El.Ed.
Apply within 10 days.
Eligibility as per NCTE Norms
Email - hopeeducational@gmail.com
Mob: 9433262174

আমমোক্তারনামা
আমি শ্রীমতী স্বাতী চৌধুরী, পিতা- ৺হারু মান্না, সাং- পি ৪৮, সি. আই. টি রোড, বেলেঘাটা, কোলকাতা- ৭০০০১০। বিক্রেতা:- শ্রী নীলাঞ্জন ঘোষ, পিতা- শ্রী নরেন চন্দ্র ঘোষ, সাং- ৬১ নং নাসড়াপাড়া লেন, পোঃ+থানা- রাণাঘাট, নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং-৩০/০৬/২০১৩ তারিখে কৃষ্ণনগর সদর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ১১৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং বিগত ইং- ০৭/০৯/২০১১ তারিখে শান্তিপুর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৯৭১ নং কোবলা দলিল মূলে শ্যামল ঘোষ মহাশয় হইতে খরিদ করিয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি। তপশীল:- জেলা- নদীয়া, এ.ডি.এস.আর ও শান্তিপুর, মৌজা- ৭০ নং বুইচা, L.R খতিয়ান- ২৯৫৬, L.R দাগ- ১৪৮১, পরিমাণ- .০০৫০ শতক। উক্ত ব্যক্তি মিউটেশন করিবার নিমিত্তে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে শান্তিপুর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

CHANGE OF NAME
I, Omprakash Sharma, son of Late Ramchandra Sharma, residing at 71/14 B, Swamiji Road, Bangasree Pally, VTC & P.O. Parnasree Pally, Kolkata – 700060, West Bengal, do hereby declare that the name of my daughter has been changed from Kumari Snehal Sharma to Apoorva Sharma, as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata, vide affidavit No. 29AC 753321 dated 29.08.26, Kumari Snehal Sharma and Apoorva Sharma are one and the same person.

CHANGE OF NAME
I, Prodip Chakraborty, S/o Late Rashbihari Chakraborty, resident of 96, Miori, Dankuni, Hooghly, do hereby declare that I have changed my name from Prodip Chakraborty to Pradip Kumar Chakraborty and henceforth I shall be known as Pradip Kumar Chakraborty in all purposes, vide Affidavit No. 18AC 319836 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Serampore, Hooghly on 18/08/2026. Pradip Kumar Chakraborty and Prodip/ Pradip Chakraborty both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Beresford Millar S/O Late Bryan Millar R/O 29B, Circus Row, Police Station-Beniapukur, Kolkata-700017, declare that the name in my Aadhaar Card and the Voter ID card is inadvertently recorded as Millar Beresford which is incorrect, but the name recorded in my PAN Card, is recorded correctly i.e. Beresford Millar, which is my original name.I shall henceforth be known as the same, as declared before Judicial Magistrate, Calcutta Court (West Bengal) vide affidavit no. 350 Dated 05.09.2026, Beresford Millar and Millar Beresford are the same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন
গত 08/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15650 নং এফিডেভিট বলে আমি Habibar Rahaman Molla, Habor Rahaman Molla & Sk Habib ও আমার পিতা Ohed Box Molla, Ohed Molla & Sk Ohed সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21595 নং এফিডেভিড বলে আমি Md Nurul Islam Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahammad Ibrahim Mondal ও Md. Ibrahim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 07/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21335 নং এফিডেভিড বলে আমি Abhijit Sarkar S/o. Binay Bhushan Sarkar ও Avijit Sarkar S/o. B. B. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Sitara Begam Mondal, W/o. Sekh Mostakim Mondal, R/o. Balikukhari, Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., do hereby declare that in my Son's (Masud Mondal) Birth Certificate (being Regd. No. 2005/01674, dated 09/06/2005) where my & my husband's name has been recorded as Sitara Begam W/o. Mustaki Mondal instead of our actual name Sitara Begam Mondal W/o. Sekh Mostakim Mondal, which I want to rectify when & where necessary vide this affidavit. I, Sitara Begam Mondal, W/o. Sekh Mostakim Mondal & Sitara Begam W/o. Mustaki Mondal both are the same & one identical person vide an affidavit no. 21434, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 05/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, শ্রীরামপুর, কোর্টে 18625 নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Pal ও Susanta Kr. Pal S/o. Dulal Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21238 নং এফিডেভিট বলে আমি সাইফুল ইসলাম সেখ পিতা আব্দুল ওহিদ সেখ, সাকিম জেটে সিনেট, দাদপুর, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা আব্দুল ওহিদ সেখ, সেখ আব্দুল ওহিদ, আ অহিদ পিতা আ একিন ও আ অহিদা পিতা আবু বককার সেখ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যে নামগুলি আমার ও আমার পিতার বিভিন্ন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

CHANGE OF NAME
I, Khadija Bibi Mondal, W/o-Golum Mortuza Mandal, Residing at Vill.-Shubharajpur, P.O.-Natidanga, P.S.- Thanarpara, Dist.- Nadia, Pin- 741152, W.B. shall henceforth be known as Khadija Mandal as declared before the Notary Public at Tehatta, Nadia, W.B vide affidavit No 07, Dated 02.09.2026, Khadija Bibi Mondal and Khadija Mandal both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা
আমি রাজেশ ওরাও, পিং- সানি ওরাও, সাং- জ্যোতিপল্লী, পো:- বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া বিগত ইং- ৪/৮/২৩ তাং সুনিতা ঘোষ স্বাং বিশ্বনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ৩৪৮৩ নং কোবলা মুলে খরিদ করি। উক্ত সুনিতা ঘোষ বিগত ইং- ১৪/১১/১৪ তারিখে মন্টু মন্ডল, পিং- ৺কালিপদ পক্ষে আমমোক্তার নারায়ণ ঘোষ-এর নিকট হইতে খরিদ করেন। উক্ত নারায়ন ঘোষ ২০১৪ সালে ২৫ নং পাওয়ার-এর বলে ক্ষমতা পান। উক্ত পাওয়ার পক্ষে কাহারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে শান্তিপুর বি. এল. আর. ও অফিসে আপত্তি জানাতে পারিবেন নচেৎ আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। মৌজা- ৭৩ উদয়পুর, দাগ নং- ৫৭৯, পরিমাণ- ৩.৩ শ:

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
আমরা ১. ননী গোপাল কুন্ডু ২. মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, উভয়ের পিতা- মৃত ব্রজবল্লভ কুন্ডু, ৩. সুলক্ষণা কুন্ডু, স্বামী শ্রী প্রদীপ কুণ্ডু, ৪. মিতা পাইন, স্বামী- পার্থ প্রতিম পাইন, ৫. সবিতা কুন্ডু, পিতা- মৃত ব্রজবল্লভ কুন্ডু, ৬. সর্বাণী কুন্ডু, স্বামী- মৃত কার্তিক কুন্ডু, ৭. বিবেক কুন্ডু, পিতা- মৃত কার্তিক কুন্ডু, ৮. সুনন্দা কুন্ডু, স্বামী- জয়দীপ কুণ্ডু, সকলের পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং গত ইং ২৪/০১/২০২২ তাং I-1122/2022 নং ৯. গান্ধী কুন্ডু, পিতা - মৃত ব্রজবল্লভ কুন্ডু, সাং- হরিপদ চ্যাটার্জি রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১১০১, উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং 25 Aug 2025 তাং I-8927/25 নং দলিল বলে ৮৮ নং জাহাঙ্গীরপুর মৌজার, খতিয়ান নং এল.আর. ৫৬৪ ও দাগ নং আর.এস ও এল.আর. ৯০৪, ৯০৫/৩০৭৪ এর মোট ৫.৯০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন শুভঙ্কর শর্মা, পিতা - সুজিত শর্মা, সাং - শ্রীনগর, পোঃ- বাঙ্গালঝি, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৩, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর- ১ B.L. &.L.R.O. Office এ যোগাযোগ করুন, অন্যথায় এ বিষয়ে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি
মাননীয় অ্যাডিশনাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) চুঁচুড়া, হুগলী
Misc Case 6/2008 (T.S -39/06)
C.I.S No - 725/2014
বাদী - শ্রী রবীন্দ্রনাথ পাল
বনাম –
বিবাদী - ১. শ্রীমতি মানসী পাল,
২. শ্রীমতি তাপসী পাল
এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রী **রবীন্দ্রনাথ পাল**, পিতা - ৺হরিচরন পাল, সাং - কমলাপুর, পোঃ - বড়া, থানা - সিঙ্গুর, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২৩০৬, মৌজা- বড়া কমলাপুর, জে এল নং - ১০০, এল আর খতিয়ান নং ২৩৬৩/২৩৬৮ এল আর দাগ নং ১৩১৯ (পার্ট), জমির পরিমাণ ২.৩০ শতক সম্পত্তির সিঙ্গুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে ইংরাজি ১৪/০৮/২০০০ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ২২৭৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল যাহা ৭ নং বহির ২৫ নং ভলিউমের ৪১১ হইতে ৪১৫ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ দলিলের বাতিলের প্রার্থনা ও অন্যান্য প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া **শ্রীমতি মানসী পাল** ও **শ্রীমতি তাপসী পাল**, পিতা - ৺পরেশনাথ পাল, সাং - ৯৫/১ সদগোপ পাড়া লেন, বিবেকানন্দ সরণী, পোঃ ও থানা - শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২০১ এবং বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে ২০০৮ সালে Misc Case 6/2008 (T.S - 39/06) নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় উক্ত বিবাদীর সম্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে কোনও বক্তব্য থাকিলে নিজে অথবা তাহার নিযুক্তিয় উকিলবাবুর দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মোকর্দ্দমায় বক্তব্য দাখিল করিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী অন্তে আদেশ প্রচারিত হইবে।
বাদী পক্ষে
Prasanta Kr. Pakhira,
উকিলবাবু
আদেশানুসারে
অম্লান সেন সেরেস্তাদার
অ্যাডিশনাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন)
চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেলের আদেশ অনুসারে সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল সুচিস্মিতা প্রামানিক, স্বামী- সঞ্জয় প্রামানিক ও সঞ্জয় প্রামানিক, পিতা- মৃত লক্ষ্মী নারায়ন প্রামানিক, উভয়ের সাং- বংশিধর দে লেন, পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, ইং ২৪/০৬/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৬০০৭ ও ৬০০৮ নং দলিল মূলে এবং হায়দার মন্ডল, পিতা- নাজীর মন্ডল, ও রিজিয়া খাতুন বিবি, স্বামী- হায়দার মন্ডল, উভয়ের সাং- সহিদ নিত্তানন্দনগর, পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, ইং ১৯/০৬/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৫৮২৩ নং দলিল মূলে প্রদীপ কুমার পাল ওরফে প্রদীপ পাল, শঙ্কর পাল, ছায়ারানী পাল ওরফে ছায়া পাল, সকলের পিতা- মৃত তিনকড়ি পাল, বেলা পাল, স্বামী- মৃত আসীম কুমার পাল, স্মৃতীকনা পাল ও বন্দনা কুন্ডু, উভয়ের পিতা- মৃত অসিম কুমার পাল এর পক্ষে ইং ৩০/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ১ অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার গ্রীনআর্ত কনস্ট্রাকশন পক্ষে অশোক পাল, পিতা- মৃত দেবীপ্রসাদ পাল দিং এর নিকট হইতে ১৫৫ নং রানাঘাট মৌজায় রানাঘাট পৌরসভায় ১১ নং ওয়ার্ডের ১৭৫ নং জগপুর রোড হোল্ডিং ভূক্ত সি,এস ৪৩২৩, আর,এস ৪৩২৩/৬৮০২, এল.আর ৮৬৯২ নং দাগের সি.এস ২২৩৭, আর.এস ৩৯৭২, এল. আর ৪৪৫৮৬, ৪৪৫৮৭, ৪৪৫৮৮, ৪৪৫৮৯, ৪৪৫৯০, ৪৪৫৯১ নং খতিয়ান ভূক্ত ৮.০২ শতক ভূমির উপরিস্থিত পাচতল ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে প্রথম তলে সুচিস্মিতা প্রামানিক ও সঞ্জয় প্রামানিক যৌথভাবে যথাক্রমে ২০২ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ২১৫ বর্গফুট কভার্ড এরিয় ২৩৭ বর্গফুট সুপারবিল্ট এরিয়া মায় অবিভক্ত ৭১ বর্গফুট হারাহারি জমি ও ২৫৫ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ২৭১ বর্গফুট কভার্ড এরিয় ২৯৯ বর্গফুট সুপারবিল্ট এরিয়া মায় অবিভক্ত ৯০ বর্গফুট হারাহারি জমি এবং প্রথম তলে হায়দার মন্ডল ও রিজিয়া খাতুন বিবি ২৭৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, ৩০৪ বর্গফুট কভার্ড এরিয় ৩৩৪ বর্গফুট সুপারবিল্ট এরিয়া মায় অবিভক্ত হারাহারি জমি ক্রয় করিয়া উহাতে ভোগ দখল কায়েম থাকাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি নিজের নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর,ও রানাঘাট ১ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন আইনানুগ ওজর আপত্তি থাকিলে বি,এল অ্যান্ড এল, আর,ও রানাঘাট ১ নং অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দাখীল করুন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।
ANIRUDDHA BISWAS
Advocate
Ranaghat Court Enrolment No. WB/901/2012

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল ১) সোমা ব্যানার্জী, স্বামী- সুকান্ত ব্যানার্জী, ২) শ্রাবন্তী ব্যানার্জী, পিতা- সুকান্ত ব্যানার্জী, উভয়ের সাং- অফিস ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া,বিক্রেতা ধর্ম্ম দাস সাহা ওরফে ধর্ম্ম সাহা, পিতা- মৃত জগদীশ চন্দ্র সাহা ওরফে মৃত কিশোরী মোহন সাহা সাং- সরকার পাড়া অফিস ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিযুক্ত আমমোক্তার আগমনী দত্ত, স্বামী- মৃত ভিকুরাম দত্ত, সাং- দক্ষিন পলাশপুলী, থানা- পাড়া, পোঃ ও থানা-পূর্বস্থলী,জেলা- পূর্ব বর্ধমান, এর নিকট হইতে গত ইংরাজী ১১.০৪.২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৬৮ নং ও ১১৫৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নবদ্বীপ থানার অধীনে ২০ নং, নবদ্বীপ মৌজার আর.এস ৪১৫৩/৯৯৫২ ও এল.আর ৮২৫৬ নং দাগস্থ সাবেক ৪৪৬৬ ও বর্তমান এল.আর ২৪৮৮৪ নং খতিয়ানভুক্ত (১.৫২ শতক +১.১৮ শতক) একুনে ২.৭০ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। প্রকাশ থাকে যে, বিক্রেতা গত ইংরাজী ২৪-০২-২০১৪ তারিখে কাটোয়া সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে উপরিবর্নিত ব্যক্তিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। বর্তমানে বিক্রেতার নামে সম্পত্তিটি রেকর্ডভুক্ত রহিয়াছে।এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. অফিসে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও. মহেশগঞ্জ অফিসে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ভবিষ্যতে কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **Subhas Pal (Advocate) Nabadwip Court Nabadwip Nadia.**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি
নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর - ১ নম্বর ব্লক ও কোতোয়ালি থানার অধীন ৯৭ নম্বর সোন্দা মৌজার কৃষি খতিয়ান ০৪ এ হাল দাগ ৯০১ তে ০৫ শতক সম্পত্তি সাং - কলুপড়া ১ম লেন, পোস্ট ঘূর্ণি, থানা কোতোয়ালী, জেলা নদীয়ার নিবাসী মৃত অজিত দে, পিতা - মৃত রাসিক দে রায়াত মালিক ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি তার চার পুত্র ও চার কন্যাকে ওয়ারিস রেখে যান, উনার স্ত্রী মৃত, তাহারা হলেন ১. অসিত দে, ২. অখিল দে, ৩. সুজিত দে, ৪. সমীর দে, সর্ব্ব সাং - কলুপড়া ১ম লেন, পোস্ট - ঘূর্ণি, থানা - কোতোয়ালী, জেলা - নদীয়া, ৫. বিনা কুন্ডু, স্বামী - কালিপদ কুন্ডু, ৬. শিবানী চ্যাটার্জী, স্বামী - মৃত প্রদীপ চ্যাটার্জী, সাং - ঋষি বঙ্কিম সরণি, ঘূর্ণি, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১২১, ৭. মুক্তি দাস, স্বামী - মৃত গৌতম দাস, সাং - গরুয়াপোতা মাঠপাড়া, পোস্ট - মামজোয়ান, থানা - তাহেরপুর, জেলা - নদীয়ার নিবাসী, ৮. দীপা দাস, সকলের পিতা অজিত দে ১৯৮০ সালে কৃষ্ণনগর সদর জয়েন্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৭৮০৭ নম্বর কেবলা দলিলে ওই সম্পত্তি খরিদ করে মালিক হন,অজিত দের দুই নম্বর থেকে আট নম্বর ওয়ারিশগণ তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসিত দে কে ওই সম্পত্তির আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, কৃষ্ণনগর A.D.S.R office এ ০৪.০৮.২০১৬ তারিখে IV- ১৬১ নং পাওয়ার দলিলে, অসিত দে ওই ক্ষমতার বলে কৃষ্ণনগর A.D.S.R. Office এ ১১.০৯.২০২৪ তাং কৃষি খতিয়ান ০৪ এর হাল দাগ ৯০১ থেকে যথাক্রমে খান নাকারীপাড়া লেন, পোস্ট - ঘূর্ণি, জেলা - নদীয়ার নিবাসী টুকু হরিজন, স্বামী সঞ্জয় হরিজনকে ৯২৭৮ নং ও ৯২৭৬ নং কবলা দলিলে ১.৬০ শতক ও ১.৬০ শতক করে মোট ৩.২০ শতক সম্পত্তি এবং একই ঠিকানায় নিরুপা হরিজন, স্বামী - শ্যাম হরিজনকে ৯২৭৭ নম্বর কবলা দলিলে ১.৬০ শতক বিক্রয় করেন, বর্তমানে কবলা গ্রহীতাগণ উনাদের ওই সম্পত্তি নিজের নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি থাকলে তাহারা কৃষ্ণনগর -১ B.L.&.L.R.O. Office এ আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় এ বিষয়ে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)রীতা সরকার**, পিতা ৺ভক্তি প্রকাশ সরকার, সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা-মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, হাল সাকিম ৯নং পিয়ারী মোহন মুখার্জ্জী স্ট্রীট, বেলুড় মঠ, বালি, হাওড়া-৭১১২০২, **২)শ্রীমত্যা মিনতী সরকার**, স্বামী ৺সরোজ প্রকাশ সরকার, **৩)সুজিত সরকার**, ও **৪)সুমিত সরকার**, ৩-৪নং এর পিতা ৺সরোজ প্রকাশ সরকার, ২-৪নং এর সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা-মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, হাল সাকিম বি/৯/৬৪বি/৯ কল্যানী, কল্যানী, নদীয়া-৭৪১২৩৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05023/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(মাধব হাজরা,** পিতা ৺বেচু গোপাল হাজরা, সাকিম মন্ডলাই, ইলছোবা-মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৩/০৭/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03062/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **হায়দার ইউসুফ সেখ**, পিতা মৃত ইউসুফ আতর সেখ, সাকিম সাইবোনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মন্ডলাই, ৩৭ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৭৯ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৪৯৬ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩৮ শতক তন্মধ্যে ০.২৫০০ অংশে ১০ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **হায়দার ইউসুফ সেখ**, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মাধব হাজরা, আমমোক্তার**

বিজ্ঞপ্তি
প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), মেদিনীপুর
টাইটেল স্যুট নং ১৩৩/২০১৫
শ্রীমতী চন্দনা মিত্র দিং ... বাদীগণ
শ্রী শান্তনু মিত্র দিং... বিবাদীগণ
এত দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী চন্দনা মিত্র**, স্বামী স্বর্গীয় অসীম মিত্র, সাং চিড়িমারসাই, পোস্ট মেদিনীপুর, থানা কোতওয়ালী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ও অন্যান্য, মহামান্য ১ম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন), মেদিনীপুর আদালতে **শিখা সরকার**, স্বামী- স্বর্গীয় দেবজ্যোতি সরকার, **সনৎ সুজিত সরকার, অভিজিত সরকার**, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় দেবজ্যোতি সরকার, **দেবযানী সরকার**, স্বামী- স্বর্গীয় প্রসেনজিৎ সরকার সর্বব সাং ভক্তি কানন অ্যাপার্টমেন্ট, ভীমচক, পোস্ট মেদিনীপুর, থানা কোতওয়ালী, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এবং **রুমা সরকার**, স্বামী-স্বর্গীয় তনয় সরকার, **শঙ্কর সরকার**, পিতা- তনয় সরকার, **জয়শ্রী সরকার**, স্বামী- স্বর্গীয় তথাগত সরকার, সর্বব সাং ভক্তি কানন অ্যাপার্টমেন্ট, ভীমচক, পোস্ট মেদিনীপুর, থানা কোতওয়ালী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ও অন্যান্য দের বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া পার্টিশান মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমায় আগামী 26.11.2026 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমা সম্পর্কে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে তাহা উপরে লিখিত ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে। **SCHEDULE- A:** Within District Paschim Medinipur, Police Station- Kotwali, Mouza-Habibpur, J.L. No. 188, R.S. Khatian No. 19/1, Present Khatian 903, R.S. Plot No. 539 cultivable land measuring 51.29 dec. out of 1.19 Acre . **SCHEDULE -B** : Within District Paschim Medinipur, Police Station - Kotwali, Mouza-Habibpur, J.L.No. 188, R.S. Khatian No. 19/1, R.S. Plot No. 539 measuring 1.19 Acre, R.S. Plot No. 589 measuring 0.04 Acre, R.S. Plot No. 596 measuring 0.51 Acre. **সুপ্রিয় পাত্র, সেরেস্তাদার,**
প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, 02/09/26

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অজিত কুমার কুন্ডু ও ২)শ্রী সুজিত কুমার কুন্ডু**, উভয়ের পিতা ৺নারায়ন প্রসাদ কুন্ডু, উভয়ের সাকিম চন্দননগর পালপাড়া (পশ্চিম), চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ২০/০৩/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00072/2013 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিষ্ণু রাউৎ** পিতা ৺যোগেন চন্দ্র রাউৎ সাকিম ৩নং শিব সোহাগিনী কলোনী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা শিবপুর, জে.এল. নং ৩৭, হাল এল. আর ৩/১ ও ৮৪৭/১ নং খতিয়ান হইতে বিগত ইং ০২/০৪/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত - ১)I-03223/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী স্বপন কুন্ডু**, পিতা ৺জগদীশ কুন্ডু, সাকিম শিবপুর দ্বিতীয় লেন, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে, ১)আর.এস. ৫১ নং তথা হাল.এল.আর. ৩০৪ নং দাগে শুনা জমি ০.০১৭ একর, ২)আর.এস. ৭ নং তথা হাল.এল.আর. ৪১ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০০৬ একর, একুনে দুইটি দাগে মোট ০.০২৩ একর বা ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ১০ বর্গফুট, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন, এবং ২)I-03224/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী শুভঙ্কর কুন্ডু**, পিতা শ্রী স্বপন কুন্ডু, সাকিম শিবপুর দ্বিতীয় লেন, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে, ১)আর.এস. ৫১ নং তথা হাল.এল.আর. ৩০৪ নং দাগে শুনা জমি ০.০১২ একর, ২)আর.এস. ৭ নং তথা হাল.এল.আর. ৪১ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ০.০০৬ একর, একুনে দুইটি দাগে মোট ০.০১৮ একর বা ০১ কাঠা ০১ ছটাক ১৮ বর্গফুট, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। একুনে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী স্বপন কুন্ডু ও ২)শ্রী শুভঙ্কর কুন্ডু**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**
অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**
শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**
শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**
মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**
A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আলুর পর বীজেও স্বনির্ভরতার লক্ষ্য নিয়ে সিপিআরআইয়ের সঙ্গে চুক্তি রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলু উৎপাদনে দেশের প্রথম সারিতে থাকলেও উন্নত মানের বীজের জন্য দীর্ঘ দিন অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। এবার সেই নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। রাজ্যেই রোগমুক্ত ও বৈজ্ঞানিক উন্নত মানের আলুর বীজ উৎপাদনের জন্য আইসিএআর-এর সেন্ট্রাল পটেটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা সিপিআরআইয়ের সঙ্গে চুক্তি করল রাজ্য সরকার। চলতি মাস থেকেই থেকেই শুরু হচ্ছে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ। এত দিন পঞ্জাবের জলন্ধর ও কাপুরথালা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজ্যের চাষিদের বীজ আলুর বড় অংশ আসত। ফলে বীজের দাম বা সরবরাহে সমস্যা হলে তার প্রভাব পড়ত এ রাজ্যের আলু চাষেও। রাজ্যে বীজ উৎপাদন বাড়ানো গেলে পরিবহণ খরচ কমবে, সেই সঙ্গে বাইরের বাজারের উপর নির্ভরতাও অনেকটা কাটবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এই প্রসঙ্গে সিপিআরআইয়ের ডিরেক্টর ডা. ব্রজেশ সিংহ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার পর আলু বীজ উৎপাদন এবং প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির একটাই লক্ষ্য, রাজ্যের চাহিদার প্রয়োজনীয় বীজের একটি বড় অংশ যাতে এই রাজ্যেই তৈরি করা সম্ভব হয়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকার আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বীজ আলু উৎপাদনের উপযোগী হতে পারে বলেই মনে করছে সিপিআরআই। কোথায় কী ধরনের চাষ করা সম্ভব এবং কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। কৃষি দপ্তরের তরফে চাষিদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উপর জোর দেওয়া হবে। টিস্যু কালচার, হাই-টেক পদ্ধতি এবং অ্যারোপনিক্স ব্যবহার করে রোগমুক্ত বীজ আলু উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। অ্যারোপনিক্স পদ্ধতিতে মাটি ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছের শিকড়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দেওয়া হয়। ভাইরাসমুক্ত গাছ থেকে দ্রুত 'মিনিটিউবার' তৈরি করা সম্ভব হয় এই ব্যবস্থায়। রাজ্যে আলু বিপুল পরিমাণে উৎপাদিত হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে প্রায় ১৩৩.৯ লক্ষ টন আলু উৎপাদনের হিসাব সামনে আসে। সেই তুলনায় উন্নত মানের বীজের জোগান এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। আইসিএআরের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বাৎসরিক ৩.৫ লক্ষ টন বীজ আলুর প্রয়োজন হয়। রাজ্যের হাই-টেক আলু বীজ প্রকল্পে ইতিমধ্যেই 'বঙ্গশ্রী' নামে বীজ বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন চুক্তির মাধ্যমে সেই পরিকল্পনায় আরও গতি আসবে বলেই আশা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য একটাই, আলু উৎপাদনের পাশাপাশি বীজের ক্ষেত্রেও রাজ্যকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো।

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে প্রথমবার তৃণমূলের দুই শিবিরের রাজনৈতিক লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সদ্য ঘোষিত নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করল হুমায়ুন কবিরের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শিবির। তৃণমূলের প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল পাওয়ার আবেদন করলেও, নির্বাচন কমিশন সেই প্রতীক না দিলে নির্দল প্রার্থী হয়েও ভোটের লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিল তারা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানাল রাজ্য বিধানসভায় 'আসল' তৃণমূলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান। রাজ্যে এই দুই কেন্দ্রেই স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যেই প্রার্থী বাছাই করা হবে বলে জানালেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নেতৃত্বের কাছে সম্ভাব্য প্রার্থী যারা হতে সক্ষম, তাদের নাম চাওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার লক্ষ্য তাদের। এই প্রসঙ্গে 'আসল' তৃণমূলের বিধায়ক আখরুজ্জামানের দাবি, তাঁরা আর ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের নামেই নির্বাচনে লড়তে চান এবং প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীকেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। তবে প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত তাঁদের পক্ষে না এলে তারা বিকল্প পথও খোলা রাখছেন।

বুধবারের সাংবাদিক সম্মেলনে আখরুজ্জামান বলেন, আমরা উপনির্বাচনে প্রার্থী দেব। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আমরা লিখে দেব, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল। তবে কমিশন যদি প্রতীক জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রতীক আমাদের হাতে তুলে না দেয়, তাহলে আমাদের প্রার্থীরা নিজে থেকেই নির্দল হয়ে যাবেন। আমরা নির্দল হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। যদিও কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, একই দলের প্রতীক ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তি মনোনয়ন জমা দিতে পারেন না। পরে দলের অনুমোদন পাওয়া প্রার্থীকেই সংশ্লিষ্ট দলের প্রার্থী হিসেবে ধরা হয়। তবে এইক্ষেত্রে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক এবং দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বর্তমানে যে বিরোধ চলছে, তার জেরেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে পরিস্থিতি আলাদা বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

অন্যদিকে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দাবি, নির্বাচন কমিশনের নথিতে এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দলের চেয়ারপার্সন হিসেবে নথিভুক্ত আছেন। ঋতব্রত শিবির প্রতীক চেয়ে যে আবেদন করেছে, তা এখনও কমিশনের কাছে বিবেচনাধীন। সেই কারণেই কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না।

এই পরিস্থিতিতে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে প্রথমবার তৃণমূলের দুই শিবিরের রাজনৈতিক লড়াই সামনে আসতে পারে। প্রতীক নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত কী হয়, এখন সেই দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে তছনছ বজবজ শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি, বিকল্প ব্যবস্থা চালু

দেবাশিস দে

বজবজ: বিকেলে হঠাৎ করেই ধেয়ে আসা প্রবল ধেয়ে আসা ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল বজবজ পুর শ্মশান ঘাট। প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দাপটে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির জন্য থাকা প্রায় ৩০ মিটার উচ্চতার বিশালাকার চিমনি ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটটি। ঝড়ের তাণ্ডবে সেটি উপড়ে পড়ে একেবারে তিন টুকরো হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। এই আকস্মিক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনার জেরে শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি পরিষেবা আপাতত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে। তবে এত বড় বিপর্যয় ঘটলেও সৌভাগ্যবশত কোনো প্রাণহানি ঘটেনি এবং কেউ হতাহত হননি।

ঘটনার গুরুত্ব আঁচ করে দ্রুত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়। গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত। পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ যেভাবে বৃষ্টি ও ঝড় একসঙ্গে হয়েছে, তার ফলেই ৩০ মিটার লম্বা পলিউশন কন্ট্রোল ইউনিটের চুল্লির চিমনিটি ভেঙে পড়ে। চিমনিটি তিন টুকরো হয়ে যায়। সাথে সাথেই সি ইএস সির ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের খবর দেওয়া হয়। তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্থলে উপস্থিত হয়ে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। যেহেতু শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় হাই ও লো-টেনশন ইলেকট্রিক কানেকশন রয়েছে, তাই কোনো বড়সড় বিপদ এড়াতে আমরা তৎক্ষণাৎ এই পদক্ষেপ করি। পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখেছেন। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই এবং আমরা গোটা পরিস্থিতির ওপর অত্যন্ত কড়া নজর রাখছি। তিনি আরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের যাতে কোনো ধরনের দুর্ভোগ পোহাতে না হয়, সেদিকে আমরা সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। চুল্লির অপারেশন ও মেন্টেন্যান্সের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার সংস্থা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে সবকিছু সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন এবং কতদিনের মধ্যে এটি পুনরায় স্বাভাবিক করা সম্ভব, তা চূড়ান্তভাবে জানাবে। তবে ততদিন পর্যন্ত পুরসভার তরফে কাঠের চুল্লি সম্পূর্ণ চালু রাখা হবে। কোনো নাগরিকের যাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা না হয়, পুরসভা তার সবরকম ব্যবস্থা নিয়ে তৈরি রয়েছে। পুরসভার এই দ্রুত পদক্ষেপে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বজবজ এলাকার লাগোয়া বিড়লাপুর, সাতগাছিয়া ও ফলতার বাসিন্দারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। কারণ এই মুহূর্তে ওই সমস্ত এলাকার সাধারণ মানুষ শবদেহ দাহ করার জন্য বজবজ পুরসভার এই ইলেকট্রিক চুল্লির ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সিপিএ সম্মেলনে যাচ্ছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শুক্রবার ১১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিও। কেপটাউনে ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে সম্মেলন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ড সফরেও যাবেন বলে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে জানান অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের দাবি, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ সিপিএ-এর এই সম্মেলনে যোগ দেননি। তাঁর কথায়, অন্যান্য রাজ্য ও দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে। সম্মেলনে সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, ডিজিটাল গণতন্ত্র এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হবে বলেও জানান তিনি। রথীন্দ্র বসু বলেন, লোকসভার স্পিকারের নেতৃত্বে ভারতের বৃহত্তম প্রতিনিধিদল এই সম্মেলনে অংশ নেবে। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনে ভারতের ভোটাধিকারও সর্বাধিক বলে উল্লেখ করেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার পর আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনার কথাও জানান অধ্যক্ষ। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই বার্তা প্রবাসীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে রাজ্যে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের কাজে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাবেন। তিনি বলেন, 'আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবেই রাজ্যের কথা তুলে ধরব।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

নীতিন নবীনের বঙ্গ সফরের আগেই বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি

রয়েছে শুভেন্দু-সুকান্ত-তাপস-সহ একাধিক নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের আগেই ২৬৩ সদস্যের নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা করল বিজেপি। বুধবার প্রকাশিত এই তালিকায় আছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নেতা তাপস রায়, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ দলের একাধিক পরিচিত মুখ। রাজ্য সভাপতি ঘোষণার প্রায় ১৪ মাস পরে বুধবার বিজেপির রাজ্য কমিটির এই তালিকা প্রকাশ করা হল। এছাড়াও রাজ্যের অধিকাংশ বিজেপি মন্ত্রী ও বিধায়কও এই নতুন রাজ্য কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। এই তালিকায় আছেন পুর ও নগরোন্নয়ন অগ্নিমিত্রা পল এবং পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষও। একই সঙ্গে রাজকমল পাঠক ও শ্যামচাঁদ ঘোষের মতো দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতির মূল স্রোতে কম দেখা যাওয়া কয়েকজন নেতাকেও রাখা হয়েছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর নতুন সরকার তৈরি হওয়ার পর প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তাঁর সঙ্গে সংগঠন নিয়ে একাধিক বৈঠকের সম্ভাবনা আছে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর। এছাড়াও আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনিক জীবনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান' নামে মাসব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই কর্মসূচি কী ভাবে পরিচালিত হবে, সফরে তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে। পাশাপাশি দুর্গাপুজোর আগে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের প্রস্তুতিও শুরু করেছে রাজ্য বিজেপি। নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার সময়কে সেই রাজনৈতিক প্রস্তুতি বলেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এর আগে সর্বভারতীয় বিজেপি কমিটিতেও পশ্চিমবঙ্গের দুই নেতাকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডঃ মধুছন্দা কর জাতীয় সহ-সভাপতি হয়েছেন। সর্বভারতীয় সম্পাদক হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পর রাজ্য স্তরেও বড় পরিসরের দলীয় কাঠামো তৈরি করল বিজেপি। নীতিন নবীনের সফরের আগে এই নতুন কমিটি রাজ্যে সংগঠনের পরবর্তী রূপরেখা তৈরিতে কী ভূমিকা নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের।

জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ণদাস বাউল

আশ্রম তৈরির আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি ফেরতের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পূর্ণদাস বাউল। বীরভূমের ইলামবাজারে জমি দখল এবং সেখানে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ নিয়ে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হলেন বিশিষ্ট বাউল শিল্পী পূর্ণদাস বাউল। বুধবার ছেলে ও পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁদের দাবি, দখল হয়ে যাওয়া জমি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। পূর্ণদাস বাউলের পরিবারের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন এবং সরকারি উদ্যোগে আশ্রম তৈরি করে দেওয়ার কথাও দিয়েছেন। পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর পরিবারের অভিযোগ, বীরভূমের ইলামবাজারের কামারপাড়া এলাকায় তাঁদের প্রায় চার বিঘা জমি দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রাখা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণও হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে তাঁরা বীরভূমের জেলাশাসকের কাছেও গিয়েছিলেন। তবে জমি উদ্ধার হয়নি বলে পরিবারের দাবি।

পূর্ণদাস বাউলের ছেলে দিব্যেন্দু দাস বাউল এদিন জমির মালিকানা নিয়ে তাঁদের পরিবারের পুরনো ইতিহাসের কথাও তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার

ঠাকুরদাকে একটি জমি দিয়েছিলেন আখড়া করার জন্য। এছাড়াও পরিবারের অভিযোগ, সেই আখড়ার জমি নিয়েই পরে জটিলতা শুরু হয়। ২০০৮ সালের একটি ঘটনার কথাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানানো হয়েছে বলে দাবি তাঁদের। করোনা-পরবর্তী সময়েও ইলামবাজারের জমি দখল নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। তাদের জমি দখল এবং নির্মাণের ঘটনায় অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিনহা ও লালন শেখের নামেও অভিযোগ তুলেছে পূর্ণদাস বাউলের পরিবার। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও পরিবারের দাবি, আগের প্রশাসনের আমলে একাধিক জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোনও সমাধান হয়নি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পরে নতুন করে আশ্বাস পেয়েছেন বলে জানান দিব্যেন্দু দাস বাউল। পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর পরিবারের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জানিয়েছেন, আশ্রম তৈরির ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি উদ্যোগেই সেই কাজ করা হবে। দু-তিন মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে বলেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন বলে দাবি করেন তারা। এখন ইলামবাজারের বিতর্কিত জমি নিয়ে প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে পূর্ণদাস বাউলের পরিবার।

কাজের যোদ্ধা হিসেবে বীজপুরের মানুষ সুদীপ্তকে পেয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার রাতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে হালিশহরে নবরূপে সজ্জিত রামধনু হেঁশেলের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, তৃণমূল জমানায় রামধনু হেঁশেল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই হেঁশেল ফের গড়ে তোলেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। এদিন রাতে রামধনু হেঁশেল উদ্বোধনে এসে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, কাজের যোদ্ধা হিসেবে বীজপুরের মানুষ সুদীপ্ত দাসকে পেয়েছেন। বিদ্রোহের মাটি এই বীজপুর। লড়াই করে আজ সুদীপ্ত বিধায়ক হয়েছেন। তবে ফের নবরূপে হেঁশেলের যাত্রা শুরু হল। অসহায় মানুষজন এতে উপকৃত হবেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় সুদীপ্তকে মিথ্যা মামলায় জেলে যেতে হয়েছিল। সেদিন সুদীপ্তকে ভরসা জুগিয়ে বলেছিলাম, বীজপুরের মানুষের জন্য আদর্শবান হয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। সেটাই সুদীপ্ত করে দেখাচ্ছে। নবরূপে গড়ে ওঠা সেই হেঁশেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানী ড জিষ্ণু বসু, রামকৃষ্ণ

মিশন বিবেকানন্দ সেন্টিনারী কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্থানন্দজি মহারাজ, বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর রাজু সাহানি প্রমুখ।

উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে বিপুল মার্জিনে বিজেপি জিতবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচনে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর আসনে বিপুল মার্জিনে বিজেপি জিতবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সেবা সমর্পণের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানালেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, গুজরাত উন্নয়নশীল রাজ্য। গুজরাত মডেলকে হাতিয়ার করে তাঁরা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। মন্ত্রীর কথায়, এখানে শিল্প আনতে হবে। ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়তে হবে। সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিক থেকে বিরত রাখতে হবে। মন্ত্রীর দাবি, গুজরাতে মদ বিক্রি অনেক আগেই বন্ধ করা হয়েছে। মদ বিক্রি বন্ধ করে আয় বাড়তে পারে, সেটা কিন্তু গুজরাত দেখিয়ে দিয়েছে। যাদবপুর ইস্যুতে মন্ত্রী বলেন, কমিউনিজম মাওবাদী বিচারধারা সমাজকে নষ্ট করছে। যাদবপুর নেশার আঁতুরঘর হয়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, কমিউনিস্টরা ওখানে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করছে। মমতা ব্যানার্জির জন্যই ওঁদের এত বাড়বাড়ন্ত। সিপিএমকে কটাক্ষ করে মন্ত্রী বলেন, সিপিএম কোথায় আছে। যাদবপুর থেকেও ওরা বিদায় নেবে। ওরা নিজের বাবা-মাকে পুজো করেন না। অথচ ওরা কালমার্কস ও লেনিনকে পুজো করে। সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর একমাস ব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান 'পালন করবে বিজেপি। রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ প্রদান এই ধরনের ২৫ টি পালন করা হবে। মন্ত্রীর কথায়, একটা সময় গুজরাতের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই গুজরাত এখন অনেক উন্নত। গুজরাত মডেলকেই হাতিয়ার করে তাঁরা বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক ড. রাজেশ কুমার, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ।

'রাজ্যে দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না'

এক দেশ, এক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে শমীকের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এক শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পক্ষে বুধবার সওয়াল করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজ্যে নতুন সরকারের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এক ছাতার তলায় আনার দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আওতায় আনার প্রসঙ্গের মধ্যেই বুধবার তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দু'টি পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না। তাঁর মতে, গোটা দেশের জন্যই একটিই শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। বুধবার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বা মাদ্রাসাগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি সভাপতির বক্তব্য, তাঁদের দলের অবস্থান কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চল বা রাজ্যকে কেন্দ্র করে নয়। গোটা দেশের ক্ষেত্রেই বিজেপি একই শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে। এই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, দেখুন, শিক্ষাব্যবস্থা একটাই হওয়া উচিত, এটাই আমাদের অবস্থান। আর এই অবস্থান কোনও অঞ্চলের জন্য নয়, গোটা ভারতের জন্য, গোটা দেশের জন্য আমাদের এই অবস্থান। রাজ্যের সব শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলস্রোতে নিয়ে আসা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করার কথাও বলেন তিনি। তাঁর মতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিই নেওয়া হোক, তা সকলের জন্য একই কাঠামোর মধ্যে হওয়া দরকার।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির বক্তব্য,

দেশের সর্বত্র একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, গোটা দেশের জন্য একটাই শিক্ষাব্যবস্থা থাকা দরকার। আর সেটা সবাই বোঝেন। পশ্চিমবঙ্গেও সেই নীতি কার্যকর হওয়া উচিত বলেই এদিন দাবি করেন শমীক। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গেও সেটা হওয়া উচিত। আপাতদৃষ্টিতে দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না। একটা হওয়া উচিত। আর আমাদের সরকারেরও একই অবস্থান। আমাদের দলেরও একই অবস্থান।

তবে শমীকের বক্তব্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট দাবি করা হয়নি। তিনি মূলত রাজ্যে এবং দেশে এক শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে দলের রাজনৈতিক অবস্থানের কথাই তুলে ধরেছেন। জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষা কাঠামোয় কী পরিবর্তন আসবে, সেই প্রশ্নে এখনও কোনও বিস্তারিত সরকারি ঘোষণা সামনে আসেনি। যদিও সেই বিষয় নিয়ে এখন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা, কলকাতায় ৯১৯টি গেস্ট হাউস বন্ধের নির্দেশ পুরনিগমের

নিজস্ব প্রতিবেন, কলকাতা: শহরজুড়ে বেআইনি গেস্ট হাউস ও রেস্তোরাঁর চরম নৈরাজ্য রুখতে এবার নজিরবিহীন কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরনিগম ও রাজ্য প্রশাসন। পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকা এবং বৈধ লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা চালানোর অভিযোগে কলকাতার ৯১৯টি গেস্ট হাউস বন্ধের নোটিস জারি করল পুর কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি, উৎসবের মুখে শহরের ছোট-বড় রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে পচা মাংস ও ক্ষতিকারক বিষাক্ত রং ব্যবহারের দায়ে ৪০টি রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল করল খাদ্য দপ্তর। রাজ্যজুড়ে একের পর এক অগ্নিকাণ্ড ও নিরাপত্তার গাফিলতি ঘিরে যখন শোরগোল তুঙ্গে, ঠিক তখনই দমকল দপ্তরের শীর্ষ প্রশাসনিক পদেও আনা হল বড়সড় রদবদল।

মির্জা গালিব স্ট্রিট ও বীরভূমের তারাপীঠের হোটেলে সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে একাধিক পর্যটকের মৃত্যুর পর যেন চোখ খোলে প্রশাসনের। এরপরেই শহরের গেস্ট হাউসগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে তৎপর হয় কলকাতা পুরনিগম, দমকল দপ্তর এবং সিইএসসি-র এক যৌথ দল। সূত্রের খবর, কলকাতায় মোট ৩ হাজার ৭০০টি গেস্ট হাউস রয়েছে। তার মধ্যে প্রাথমিক দফায় ৯৬০টি গেস্ট হাউসে যৌথ পরিদর্শনে গিয়ে গেস্ট হাউসগুলির সামগ্রিক অবস্থা দেখে অবাক হন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। কারণ, তাদের নজরে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অগ্নিনির্বাপণের ন্যূনতম আধুনিক ব্যবস্থা নেই, এমনকি বহু হোটেল চলছে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে, কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই। পরিদর্শনের ভয়াবহ রিপোর্ট সামনে আসতেই পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে স্পষ্ট জানান, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় চরম ত্রুটি ও আইনি বৈধতা না থাকায় ৯৬০টির মধ্যে ৯১৯টি গেস্ট হাউসকেই ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৪১টি গেস্ট হাউস নিয়ম মেনে চলছে বলে সবুজ সংকেত পেয়েছে। তবে পুজো ও আসন্ন উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের হয়রানি এড়াতে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, সুরক্ষাবিধি সম্পূর্ণ মেনে এবং আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পুনরায় আবেদন জানালে নিয়ম মেনে খোলার অনুমতি দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, উৎসবের আগে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শহরের খাদ্য বিপণি ও রেস্তোরাঁগুলিতে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে খাদ্য দপ্তর। পাড়ার ছোট দোকান থেকে শুরু করে শহরের নামী-দামি ও জনপ্রিয় রেস্তোরাঁ বাদ পড়েনি। এই অভিযানে কোথাও মিলিছে পচা ও বাসি মাংস, আবার কোথাও খাবারে মেশানো হচ্ছিল মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বিষাক্ত রং। এই অপরাধমূলক গাফিলতির জেরে কড়া হাতে ব্যবস্থা নিয়ে ইতিমধ্যে ৪০টি রেস্তোরাঁর লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে রাজ্যে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নবান্নে প্রশাসনিক রদবদল ঘটানো হয়েছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপসারিত বিতর্কিত রেজিস্ট্রার, দায়িত্ব পেলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: ক্যাম্পাসে পোস্টার-স্লোগান যুদ্ধ ও তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহেই বড় প্রশাসনিক রদবদল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রশাসনিক চাপানউতোরের মাঝেই অপসারিত হলেন বিতর্কিত রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডল। তাঁর জায়গায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক দেবজিৎ দত্তকে। একই সঙ্গে সরানো হয়েছে ফাইন্যান্স অফিসারকেও। পদটিতে এসেছেন কলা বিভাগের সচিব ইন্দ্রজিৎ দত্ত। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আচার্য তথা রাজ্যপালের অনুমতিক্রমেই এই রদবদল ঘটানো হয়েছে।

বিগত কিছুদিন ধরেই একের পর এক বিতর্ক এবং পোস্টার-স্লোগানকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়ে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর। দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা এবং একাধিক বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব ও তাদের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। এবিভিপির তরফ থেকে দাবি করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেওয়ালে নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলি দেশবিরোধী স্লোগান লিখে রাখলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ করেনি।

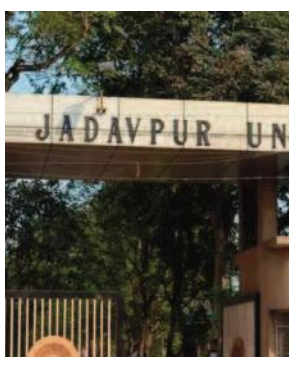

পরবর্তীতে একই দেওয়ালে পাল্টা স্লোগান যুদ্ধ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতেই সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার তরফে ক্যাম্পাসের বিতর্কিত দেওয়াল লিখন ও স্লোগানগুলি মুছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। পুরসভা সূত্রের খবর, নবান্নের স্পষ্ট নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই প্রশাসনিকভাবে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই রদবদলের দিনেই শহরে চড়েছে রাজনীতির পারদ। গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত এক বিশাল 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা' কর্মসূচির আয়োজন করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং 'বন্দে মাতরম' গান গাওয়ার বিষয়ে তিনি আগেই হুঙ্কার দিয়েছিলেন। পাশাপাশি, বিজেপি শিবিরের তরফে দীর্ঘদিন ধরেই রেজিস্ট্রার সেলিম বক্স মণ্ডলের নিয়োগকে 'আইনবিরুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে তাঁর অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি তোলা হচ্ছিল।

এদিকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে দুই শীর্ষ পদাধিকারীকে সরিয়ে দেওয়ায় নতুন করে জলঘোলা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের একাংশ এই পদক্ষেপের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। অধ্যাপক নন্দিনী চক্রবর্তী এই সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জানান, 'হঠাৎ করে এভাবে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সরিয়ে দেওয়া আইনত কতটা সঙ্গত, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।'

সম্পাদকীয়

পুজো-অনুদান নিয়ে সব আশঙ্কা উড়িয়ে তৃণমূলকে দশ গোল শুভেন্দুর

তৃণমূল জমানায় চালু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতি বছর নিয়ম করে দুর্গাপুজোর অনুদান বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে প্রচুর। রাজ্যের তৎকালীন বিজেপি-সহ প্রায় সব বিরোধী দলই এর সমালোচনা করেছিল।রাজ্যে পালাবদলের পরে পুজো নিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকার কী ভূমিকা নেবে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। কোনও কোনও মহল থেকে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে পুজো অনুদান বন্ধ করে দেবে বিজেপি সরকার। কিন্তু বাস্তবে এসে দেখা গেল পুজো-অনুদান নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে দশ গোল দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চলতি সপ্তাহে রাজ্যের পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে তাঁর বৈঠকে সেই বিষয়টি খোলসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বার্থান্বেষী মহলের সব অপপ্রচার উড়িয়ে এই বছরও অনুদান চালু রাখার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারও এক লক্ষ টাকা করে অনুদান দেবে সরকার, জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণায় পুজো কমিটি থেকে আম জনতা, খুশি সবাই। অনুদান চালু রেখে গোটা বিষয়টিকে তিনি এবার অনেকে বাস্তবোচিত জায়গায় নিয়ে এসেছেন। যার প্রশংসা এখন সবার গলায়। মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এবার বেশ কিছু বদল এসেছে পুজোয়। পূর্বতন সরকারের দেওয়া অনুদানে যেমন কাটছাঁট করা হয়েছে, তেমন কিছু উপহার আড়েবহরে বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অনুদান ঘোষণা করে এক আবেদনে দুর্গা পুজোয় সরকারি অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী যেটা করেছিলেন, সেটা রাজ্যের জন্য ভালো ছিল না। এটা ঠিক নয়, সরকারের যেটা দায়িত্ব, সেটা সরকার পালন করবে। কিন্তু ভোটে তো কোনও লাভ হয়নি। অনেকেই এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। তবে আমরা ব্যবস্থাটা তুলে দিচ্ছি না। এটা চালু রাখছি। তার আবেদন ছিল, যারা বড় পুজো করেন তারা যেন অনুদান স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। যাদের এই টাকাটা না হলে, পুজো করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য সরকার ১ লক্ষ টাকা করে দেবে। মুখ্যমন্ত্রী আর্জি মেনে এর মধ্যেই একাধিক পুজো কমিটি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। এটাই হল বিজেপির বাংলা।

শব্দছক ২৬৫

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. মশলাদার পেটপোরা ভোজন ৪. অপরাহ্ন ৬. অভিনেত্রী ৭. শ্রেষ্ঠ ৯. মাটির গুলি তৈরী করে বাচ্চাদের খেলা ১১. চঞ্চল ১৪. আলো ১৬. গায়ের জোরে অধিকৃত ১৯. পরিস্থিতি ২০. দাপট ২১. আবর্জনা ২২. শ্রদ্ধেয় মানুষকে সম্বোধন

ওপর-নিচ: ১. চট সেলাই করার মোটা সুচ ২. আটা দিয়ে তৈরী করে বেলা ও স্যাঁকা ৩. খল ৪. মল বিহীন ৫. রাবণরাজা ৮. হাস্যরসিক ৯. ক্ষণ ১০. সরু সুঁচালো ১২. গাছের নতুন পাতা ১৩. বৃষ্টি ১৪. দুই জমির বিভাজিকা পথ ১৫. কিছু সংখ্যক ১৬. ঘায়েল ১৭. মানালীর কাছাকাছি এক জলপ্রপাত ১৮. বিনাশ ২০. চাকর

সমাধান ২৬৪ — পাশাপাশি: ১. প্রথম ৩. আগন্তুক ৫. হরেক ৬. সার ৭. রণতরী ৯. জনক ১০. যমজ ১২. মজ্জাগত ১৪. জমা ১৫. সবেদা ১৭. লজ্জাকর ১৮. রজক

ওপর-নিচ: ১. প্রথা ২. মহরম ৩. আকর ৪. কবরী ৬. সাজসজ্জা ৮. তরজমা ১১. মজাদার ১২. মউল ১৩. তসর ১৬. ভেক

আজকের দিন

■ **১৯৩৯** — কানাডা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিতে যোগদান করে।

■ **১৯৬০** — আবেবে বিকিলা রোম অলিম্পিকে খালি পায়ে ম্যারাথন দৌড়ে জয়লাভ করেন।

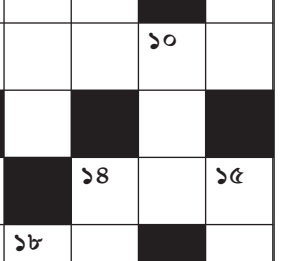

জন্মদিন

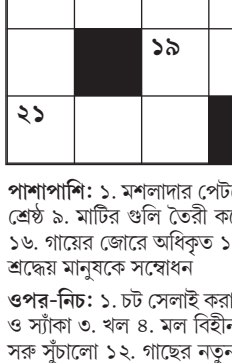

১৮৮৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোবিন্দবল্লভ পন্থের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ পাণ্ডের জন্মদিন।*

গোবিন্দবল্লভ পন্থ

মহানগরীর বুকে দুরন্ত বাইকে উড়ন্ত মামণি

বেবি চক্রবর্তী

মোটরসাইকেল বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পরিবহন মাধ্যম। বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মোটরসাইকেল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। কম খরচ, দ্রুত চলাচল এবং সহজলভ্যতার কারণে মোটরসাইকেলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যাও। সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, মোটরসাইকেল আরোহীরা অন্যান্য যানবাহনের যাত্রীদের তুলনায় বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে, কারণ তাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখার মতো শক্ত কাঠামো থাকে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ১১.৯ লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সড়ক দুর্ঘটনা এখনও ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতে মোটরসাইকেল ও স্কুটারসহ দুই-চাকার যানবাহনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ফলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও এদের অংশ উল্লেখযোগ্য।

কলকাতা ভারতের অন্যতম জনবহুল মহানগর। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক কাজে শহরের রাস্তায় চলাচল করেন। গত এক দশকে কলকাতায় মোটরসাইকেল ও স্কুটারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। তুলনামূলকভাবে কম খরচ, দ্রুত যাতায়াত এবং যানজট এড়ানোর সুবিধার কারণে দুই-চাকার যানবাহন এখন শহুরে পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে এই বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাইক দুর্ঘটনার সংখ্যাও।

অল্প বয়সী যুবকদের উড়ন্ত বাইকে চুল খোলা দূরন্ত মামনি নিয়ে কলকাতার বুকে বিনা হেলমেট এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটরসাইকেলে কলকাতার সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল একটি বড় ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠেছে। ট্রাফিক আইন অমান্য, অতিরিক্ত গতি, হেলমেট ব্যবহার না করা, রাস্তার অবকাঠামোগত সমস্যা এবং চালকদের অসতর্কতা;সব মিলিয়ে বাইক দুর্ঘটনা এখন শহরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জননিরাপত্তা ইস্যু।

২০২১ সালে কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ১৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই বছর মোট ১৮৫টি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার ঘটনা নথিভুক্ত হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গণপরিবহনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার বাড়তে শুরু করায় মোটরসাইকেলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে নতুন ও অনভিজ্ঞ চালকদের সংখ্যা বাড়ায় দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

২০২২ সালে কলকাতা পুলিশ দাবি করে যে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৬ শতাংশ কমেছে। ওই বছর প্রায় ১৭৮টি প্রাণঘাতী দুর্ঘটনায় ১৮৫ জন নিহত হন।

এ সময় ট্রাফিক পুলিশের 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' কর্মসূচির ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। নিয়মিত ট্রাফিক নজরদারি, সিসিটিভি ক্যামেরা এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের ফলে দুর্ঘটনা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

২০২৩ সালে যানবাহনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে শহরে মোটরসাইকেলের ব্যবহারও দ্রুত বাড়তে থাকে। যদিও সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রাণহানির সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত ছিল, কিন্তু আহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

এই সময় ট্রাফিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিলেন যে দুই-চাকার যানবাহন চালকদের মধ্যে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে —

- সিগন্যাল অমান্য করা
- হেলমেট না পরা
- মোবাইল ব্যবহার করে চালানো
- অতিরিক্ত গতি
- এসব কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

২০২৪ সাল কলকাতার জন্য বিশেষভাবে উদ্বেগের বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, দুই-চাকার যানবাহন শহরের সড়ক দুর্ঘটনার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে ওঠে। ওই বছরে মোটরসাইকেল-সম্পর্কিত দুর্ঘটনায় ৪৩১ জন হতাহত হন এবং এটি মোট দুর্ঘটনার প্রায় ২৩ শতাংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

- হেলমেট না পরার জন্য ৫ লক্ষেরও বেশি মামলা করা হয়।
- বেপরোয়া ড্রাইভিংয়ের জন্য ৫০ হাজারের বেশি চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- সিগন্যাল ভাঙার ঘটনা ২০২১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়।
- কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, সিগন্যাল অমান্যের প্রায় ৪০ শতাংশ ঘটনাতেই দুই-চাকার যানবাহন জড়িত ছিল।

২০২৫ ও বর্তমান পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কলকাতায় সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) তথ্য অনুসারে ২০২৪ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। দুই-চাকার যানবাহন এখনও সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির সঙ্গে যুক্ত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে —

- মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা এখনও শহরের সবচেয়ে বড় সড়ক নিরাপত্তা সমস্যা।
- রাত ৯টা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে।
- অতিরিক্ত গতি ও বিপজ্জনক ওভারটেকিং দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।
- তরুণ চালকদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ চালনার প্রবণতা বেশি।

বাইক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ

১. হেলমেট ব্যবহার না করা

■ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর কয়েক লক্ষ চালকের বিরুদ্ধে হেলমেট না পরার অভিযোগে মামলা করা হচ্ছে। হেলমেট ব্যবহার না করলে মাথায় গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

২. অতিরিক্ত গতি

■ শহরের অনেক দুর্ঘটনার পেছনে অতিরিক্ত গতি একটি বড় কারণ। বিশেষ করে ফাঁকা রাস্তা, বাইপাস এবং রাতের সময় চালকেরা গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন।

৩. সিগন্যাল অমান্য করা

■ সিগন্যাল ভাঙার প্রবণতা গত কয়েক বছরে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই-চাকার যানবাহন চালকদের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। গর্ত, অসমান রাস্তা, অপর্যাপ্ত আলোকসজ্জা এবং বৃষ্টির সময় রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক মোটরসাইকেল চালক রাস্তার অবকাঠামোগত সমস্যাকেও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করেন।

৪. চালকের অসাবধানতা

■ মোবাইল ফোন ব্যবহার, ভুল দিক দিয়ে যাওয়া, ক্লান্ত অবস্থায় চালানো এবং মাদকাসক্ত অবস্থায় ড্রাইভিং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। গবেষণাগুলোও দেখায় যে ঘুমের অভাব, কম দৃশ্যমানতা এবং বেপরোয়া চালনা মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার বড় কারণ।

■ বাইক দুর্ঘটনা শুধু একজন চালক বা তার পরিবারের ক্ষতি করে না; এর প্রভাব গোটা সমাজের ওপর পড়ে।

- চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি
- কর্মক্ষমতা হারানো
- বীমা খরচ বৃদ্ধি
- উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া
- পরিবারে উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যু
- স্থায়ী শারীরিক প্রতিবন্ধকতা
- মানসিক আঘাত
- শিশুদের শিক্ষাজীবনে প্রভাব

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সড়ক দুর্ঘটনা একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের উদ্যোগ

কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ গত কয়েক বছরে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে

- ১. সিসিটিভি নজরদারি বৃদ্ধি
- ২. ই-চালান ব্যবস্থা
- ৩. সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি
- ৪. নিয়মিত ট্রাফিক সচেতনতা অভিযান
- ৫. পুনরাবৃত্ত অপরাধীদের কাউন্সেলিং ব্যবস্থা

এসব পদক্ষেপের ফলে দীর্ঘমেয়াদে দুর্ঘটনার হার কমানোর আশা করা হচ্ছে।

- সর্বদা মানসম্পন্ন হেলমেট ব্যবহার
- নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা
- সিগন্যাল অমান্য না করা
- মোবাইল ব্যবহার না করা
- বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত সতর্কতা
- দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি
- রাস্তার অবকাঠামো উন্নয়ন
- কঠোর আইন প্রয়োগ
- তরুণ চালকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- স্কুল ও কলেজে সড়ক নিরাপত্তা শিক্ষা
- গণসচেতনতা বৃদ্ধি
- দায়িত্বশীল ড্রাইভিং সংস্কৃতি গড়ে তোলা।

মোটরসাইকেল বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পরিবহন মাধ্যম। বিশেষ করে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মোটরসাইকেল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। কম খরচ, দ্রুত চলাচল এবং সহজলভ্যতার কারণে মোটরসাইকেলের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যাও। সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, মোটরসাইকেল আরোহীরা অন্যান্য যানবাহনের যাত্রীদের তুলনায় বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে, কারণ তাদের শরীরকে সুরক্ষিত রাখার মতো শক্ত কাঠামো থাকে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় ১১.৯ লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। সড়ক দুর্ঘটনা এখনও ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

ভারতে মোটরসাইকেল ও স্কুটারসহ দুই-চাকার যানবাহনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ফলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রেও এদের অংশ উল্লেখযোগ্য।

গত কয়েক বছরের তথ্য অনুযায়ী দুই-চাকার যানবাহন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায়

দুই-চাকার যানবাহনে মৃত্যু, করোনা মহামারির সময় কিছুটা কমলেও পরবর্তীতে মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রায় ৪৫ শতাংশই ছিলেন মোটরসাইকেল আরোহী। গত পাঁচ বছরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যু উপরের পরিসংখ্যান যোগ করলে দেখা যায়, ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ভারতে মোটরসাইকেল বা দুই-চাকার যানবাহন দুর্ঘটনায় আনুমানিক ২.৮ থেকে ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এটি একটি ভয়াবহ সংখ্যা, যা অনেক দেশের ছোট শহরের মোট জনসংখ্যার সমান।

কেন এত বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে?

১. অতিরিক্ত গতি

■ ভারতের সরকারি তথ্য অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হলো অতিরিক্ত গতি। ২০২৪ সালে প্রায় ১.২৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে শুধুমাত্র দ্রুতগতির কারণে।

■ মোটরসাইকেল চালকেরা প্রায়ই নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম করেন। উচ্চ গতিতে দুর্ঘটনা ঘটলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

২. হেলমেট ব্যবহার না করা

■ হেলমেট ব্যবহার না করা মোটরসাইকেল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ২০২৩ সালে ভারতে ৫৪,৫৬৮ জন মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছিলেন যারা হেলমেট পরেননি।

■ মাথায় আঘাতই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রধান কারণ। গবেষণায় দেখা গেছে, মানসম্মত হেলমেট মৃত্যুর ঝুঁকি ৪০ শতাংশেরও বেশি কমাতে পারে

৩. বেপরোয়া ও অসচেতন চালনা

■ হঠাৎ লেন পরিবর্তন, বিপজ্জনক ওভারটেকিং, ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা এবং মোবাইল ফোন ব্যবহার দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৪. মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো

■ মদ্যপ অবস্থায় মোটরসাইকেল চালানোর ফলে প্রতিক্রিয়া সময় কমে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

■ গর্ত, অপর্যাপ্ত আলো, ভাঙা রাস্তা এবং সঠিক সাইনবোর্ডের অভাবও দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এই সমস্যা বেশি দেখা যায়।

■ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহতদের একটি বড় অংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তরুণ চালকেরা সাধারণত বেশি গতিতে চলেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ চালনায় জড়িয়ে পড়েন।

■ এটি দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বড় ক্ষতি।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ফলে শুধু প্রাণহানি নয়, বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতিও হয়। আহত ব্যক্তির চিকিৎসা, কর্মক্ষমতা হারানো, পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে জাতীয় অর্থনীতির ওপর বড় চাপ সৃষ্টি হয়।

বিশ্বব্যাপী সড়ক দুর্ঘটনার কারণে অনেক দেশ তাদের মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) উল্লেখযোগ্য অংশ হারায় বলে WHO উল্লেখ করেছে।

দুর্ঘটনা কমানোর উপায়

■ প্রতিটি যাত্রায় চালক ও আরোহী উভয়ের হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

■ নির্ধারিত গতির মধ্যে মোটরসাইকেল চালালে দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে।

■ ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

■ স্কুল, কলেজ এবং সামাজিক মাধ্যমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রচারণা বাড়াতে হবে।

■ রাস্তার গর্ত মেরামত, পর্যাপ্ত আলো স্থাপন এবং স্পষ্ট সাইনবোর্ড বসানো জরুরি।

গত পাঁচ বছরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ভারতে আনুমানিক ৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

অতিরিক্ত গতি, হেলমেট ব্যবহার না করা, বেপরোয়া চালনা এবং দুর্বল সড়ক ব্যবস্থাই এর প্রধান কারণ। ২০২৩ সালে একাই ৭৭ হাজারের বেশি মোটরসাইকেল আরোহী প্রাণ হারিয়েছেন, যা দেশের মোট সড়ক দুর্ঘটনা মৃত্যুর প্রায় ৪৫ শতাংশ।

সড়ক দুর্ঘটনা কোনো অনিবার্য ঘটনা নয়। সচেতনতা, আইন প্রয়োগ, নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবহার এবং উন্নত সড়ক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাজার হাজার প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। একজন মোটরসাইকেল চালকের জন্য একটি হেলমেট, নিয়ন্ত্রিত গতি এবং ট্রাফিক আইন মেনে চলা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।

গত পাঁচ বছরে কলকাতায় বাইক দুর্ঘটনার প্রবণতা একটি জটিল বাস্তবতা তুলে ধরেছে। যদিও কিছু বছরে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা কমেছে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে মোটরসাইকেল এখনও শহরের সড়ক নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। হেলমেট না পরা, সিগন্যাল অমান্য করা, অতিরিক্ত গতি এবং রাস্তার সমস্যার কারণে বহু মানুষ প্রতি বছর আহত বা নিহত হচ্ছেন।

নিরাপদ কলকাতা গড়তে হলে প্রশাসন, ট্রাফিক পুলিশ, চালক এবং সাধারণ নাগরিক;সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সচেতনতা, আইন প্রয়োগ এবং দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে বাইক দুর্ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। সড়ক নিরাপত্তা কোনো একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়; এটি পুরো সমাজের যৌথ দায়িত্ব।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

আত্মবিশ্বাসের অভাব শুধু মনকে দুর্বল করে না, অস্তিত্বকেই পরনির্ভর করে তোলে। যার যত নিজের প্রতি অবিশ্বাস, তার তত বেশি গুরু বুদ্ধি, ততই তার গুরুত্বহীন জীবন। সকলের দাসত্ব করে কারও গুরুত্ব মেলে না।

কোট-প্রতিকোট

আমরা উপনির্বাচনে প্রার্থী দেব। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় আমরা লিখে দেব, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। প্রতীক ঘাসের উপর জোড়াফুল। তবে কমিশন যদি প্রতীক জমা দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত প্রতীক আমাদের হাতে তুলে না দেয়, তাহলে আমাদের প্রার্থীরা নিজে থেকেই নির্দল হয়ে যাবেন। আমরা নির্দল হিসাবেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব।

আখরুজ্জামান, ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফরাক্কা ব্যারেজে জল বইছে বিপদসীমার উপরে

খোলা হল ১০৯টি গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ফরাক্কা ব্যারেজের আপ স্ট্রিমে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে বইছে জল। ঝুঁকি না নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজে ১০৯টি গেটই খুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও কিছু গেট এই মুহূর্তে আংশিক খোলা রয়েছে বলে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে এই মুহূর্তে ১৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। জলের সিংহভাগ বইছে ভাগীরথী নদীর উপর দিয়ে। পদ্মা দিয়ে খুব কম পরিমাণ জল ছাড় হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যারেজের ফিডার ক্যানেলের সবকটি গেটই খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে ভাগীরথী ও ফিডার ক্যানেল দিয়েও জল বিপদসীমার উপরে বইছে। এদিকে আহিরণ ঘাটে ফিডার ক্যানেল ভাগীরথী নদীতে এসে মিশেছে। যার কারণে আহিরণ থেকে ভাগীরথী নিম্ন অববাহিকায় জলের উচ্চতা হুহু করে বাড়ছে। ভাগীরথী তীরবর্তী নিচু এলাকায় প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বেশ কিছু এলাকায় ইতিমধ্যে জল ঢুকতে শুরু করেছে।

ওই এলাকা সহ ভাগীরথীর দু'পাড়ের বাসিন্দাদের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের নদীতে নামতে বারন করা হয়েছে।

গমজ্ঞার উচ্চ অববাহিকায় মালদা জেলার কিছু অংশে ইতিমধ্যে জল ঢুকেছে। মঙ্গলবার রাত থেকে উচ্চ অববাহিকায় জলের উচ্চতা হুহু করে বাড়ছিল। জল বিপদ সীমার অনেক উপরে ওঠায়, ব্যারেজ থেকে প্রায় ১৫ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। ব্যারেজের সব গেট খোলা থাকলেও কিছু গেট আপাতত আংশিকভাবে খোলা রয়েছে। সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, ফরাক্কায় আপস্ট্রিমে গঙ্গার জলস্তর বর্তমানে প্রায় ২৩.৭৫ মিটার। যা বিপদসীমার প্রায় দেড় মিটার উপরে। ফলে গঙ্গা তীরবর্তী এলাকায় বাড়ছে উদ্বেগ। জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

তবে সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনের মধ্যে গঙ্গার জলস্তর ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। ফরাক্কা ব্যারেজের জলধারণ ক্ষমতা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় ব্যারেজের সব কটি গেটই এদিন খুলে দেওয়া হয়েছে। মালদার দিকে বেশ কয়েকটি গেট আংশিক খোলা হয়েছে। প্রয়োজিন পড়লে সেগুলিও সম্পূর্ণ খোলা হবে বলেই জানানো হয়েছে। তবে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিস্থিতি দু-তিনদিন স্থায়ী থাকবে। ধীরে ধীরে আপ স্ট্রিমে জলস্তর নামবে। তখন খুলে রাখা বহু গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এদিন বিভিন্ন জায়গায় ভাগীরথীর জলস্তর ক্রমশ বিপদসীমা ছাড়াতে শুরু করেছে। সুতি, সামশেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘি, জিয়াগঞ্জ এলাকায় উদ্বেগ ছড়াতে শুরু করেছে। বহু নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা,দিয়েছে। সেই সব এলাকার মানুষ যথেষ্ট উদ্বেগ ও আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন। মাইকিং করে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকায় ইতিমধ্যে জল ঢুকতে শুরু করায় আতঙ্ক বাড়ছে।

খড়গপুরে পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: খড়গপুর পুরসভার ১৫ জন তৃণমূল কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়ে পুর প্রধানকে সাত দিনের মধ্যে বিশেষ সভা ডেকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনায় রেল শহরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বুধবার মমতাপন্থী পৌরপ্রধান কল্যাণী ঘোষের বিরুদ্ধে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল শিবিরের ১৫ জন কাউন্সিলর স্বাক্ষর করে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং খড়গপুরের মহকুমা শাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। সেইসঙ্গে সাত দিনের মধ্যে বিশেষ সভা ডেকে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাচাইয়ের আবেদন জানানো হয়েছে। পৌরসভার বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণের নিরিখে এই অনাস্থা প্রস্তাব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দীর্ঘদিন ধরেই খড়গপুরের রাজনীতিতে পৌরপ্রধান কল্যাণী ঘোষকে কালিঘাটপন্থী তৃণমূল নেত্রী হিসেবে দেখা হয়। এবার তাঁরই বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরীণ শিবিরের কাউন্সিলরদের অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন নতুন করে সামনে এসেছে। অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী কাউন্সিলরদের অভিযোগ, বর্তমান পৌরপ্রধানের নেতৃত্বে খড়গপুর পুরসভা নাগরিকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। পৌর পরিষেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই বর্তমান পৌরপ্রধানের উপর আস্থা হারিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। খড়গপুর পৌরসভায় মোট ৩৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে ২৪টি ওয়ার্ড। বাকি বিজেপির ৬টি, কংগ্রেসের ৪টি এবং বামেদের দখলে রয়েছে একটি ওয়ার্ড। ফলে ৩৫ আসনের পুরসভায় তৃণমূলেরই স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও দলের অভ্যন্তরে শিবির বিভাজনের জেরে এবার পৌরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ঘিরে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ঋতব্রত পন্থী তৃণমূল শিবিরে রয়েছেন ১৫ জন কাউন্সিলর। ঋতব্রত শিবিরের নেতা প্রদীপ সরকারের নেতৃত্বেই এই ১৫ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের দাবি, অনাস্থা প্রস্তাবের উপর দ্রুত বিশেষ সভা ডেকে ভোটাভুটি করা হোক এবং সেই ভোটাভুটির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যাক পৌরপ্রধানের পাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলর রয়েছেন কি না। অনাস্থা প্রস্তাবের আবেদনে সাত দিনের মধ্যে বিশেষ সভা ডাকার দাবি জানানোয় প্রশাসনিকভাবে এই আবেদন কীভাবে বিবেচনা ও পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বিদ্যুৎহীন দুর্গাপুর প্রধান ডাকঘর, থমকে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বিদ্যুৎ নেই, তাই কার্যত অচল দুর্গাপুরের প্রধান ডাকঘর! মঙ্গলবার থেকে বুধবার টানা দু'দিন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে বন্ধ ডাকঘরের প্রায় সমস্ত পরিষেবা। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন গ্রাহকেরা। বিশেষ করে এমআইএস-এর টাকা এবং পেনশনের টাকা তুলতে এসে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে বহু গ্রাহককে। গ্রাহকদের অভিযোগ, দুর্গাপুর প্রধান ডাকঘরে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু এবার টানা দু'দিন ধরে পরিষেবা বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। জরুরি প্রয়োজনে টাকা তুলতে এসে ডাকঘর থেকে পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভও বাড়ছে গ্রাহকদের মধ্যে। যদিও ডাকঘর কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরেই মঙ্গলবার থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় স্বাভাবিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে এখানেই উঠছে বড় প্রশ্ন। ডাকঘরে নিজস্ব জেনারেটর থাকলেও সেটি দীর্ঘদিন ধরেই বিকল বলে জানা গিয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর পরিষেবা সচল রাখার কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আর তার জেরেই কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে দুর্গাপুরের প্রধান ডাকঘরের পরিষেবা।

জাহিদ হাসান খানের ছেলেকে আত্মসমর্পণের আবেদন পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রিষড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খানের ছেলে শাহিদ নওয়াজ খানকে বাড়িতে না পেয়েই হুঁশিয়ারি দেয় পুলিশ। অভিযুক্তের পরিবারকে পুলিশের হুঁশিয়ারি, আত্মসমর্পণ না করলে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন। রীতিমতো বললেন, 'হার দিন আয়ে গা। জিনা একদম হারাম কর দেগা।' অভিযোগ দায়ের হয়েছে রিষড়ার তৃণমূল নেতার ছেলের বিরুদ্ধে। কিন্তু, পুলিশ তাঁর খোঁজ পাচ্ছে না। খোঁজ না পেয়েই বাড়িতে গিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি হুগলির রিষড়ার। সোমবার রাতে জাহিদের ডেরায় হানা দিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। আর মঙ্গলবার জাহিদের বাড়িতে পৌঁছে যায় পুলিশ। আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে জোর তল্লাশি অভিযান চালায়। রিষড়া পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খানের বাড়িতে গিয়ে তার ছেলের খোঁজ করে পুলিশ। সেখানে পাওয়া যায়নি শাহিদকে। আসার সময় পুলিশ বলে, শাহিদের নামে মামলা রয়েছে। তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলুন। সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় এক পুলিশকর্মী বলেন, 'তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলুন।' এরপরই তিনি বলেন, 'নেহি তো জিনা হারাম কর দুঙ্গা।' এরপর জাহিদের আর একটি বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছেলের খোঁজ চালায় পুলিশ। সেখানেও তারা বলে, আদালত কিংবা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলবেন। না হলে প্রতিদিন পুলিশ আসবে। তৃণমূলের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুক্রবার শ্রীরামপুরে মিছিল করতে আসার কথা। তার আগে যেসব তৃণমূল নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাঁদের আটক কিংবা গ্রেপ্তার করছে পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন শ্রীরামপুর আদালতে মুখোমুখি বিজেপি ও তৃণমূল। শোনা গেলো 'জয় বাংলা' স্লোগান। পাল্টা 'চোর চোর' স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আদালত চত্বর।

ভেবিয়া পঞ্চায়েতে পালাবদল

প্রধানের পদ পেল কালীঘাটপন্থী তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদের ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আস্থাভোটের মাধ্যমে ফের ক্ষমতার সমীকরণ বদলালো। ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েত বোর্ড ভেঙে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের হাতে এল প্রধানের পদ। বুধবার আস্থাভোটে ১৯-০ ভোটে নতুন প্রধান নির্বাচিত হলেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের সুনীল সরদার। ভেবিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২৭টি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করে এবং প্রধান হন অলিউল মণ্ডল। তবে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের অন্দরে কালীঘাটপন্থী ও ঋতব্রতপন্থী এই দুই শিবিরের বিভাজন তৈরি হয়। ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান অলিউল মণ্ডল ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল শিবিরে যোগ দেন বলে জানা যায়।

এরপরই পঞ্চায়েতের বোর্ড নিয়ে শুরু হয় নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। প্রায় ১০ দিন আগে তৃণমূলের বেশ কিছু সদস্য-সহ অন্যান্য সদস্যরা প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। বুধবার সেই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আস্থাভোট অনুষ্ঠিত হয়। আস্থাভোটে মোট ১৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের ১৩ জন সদস্য ছাড়াও সিপিএমের ২, কংগ্রেসের ৩ এবং ১ জন নির্দল সদস্য ছিলেন। ভোটাভুটিতে প্রত্যেকেই সুনীল সরদারের পক্ষে ভোট দেন। ফলে ১৯-০ ভোটে নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন সুনীল সরদার। এই ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গেই ভেবিয়া পঞ্চায়েতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। এতদিন ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের নেতৃত্বে থাকা বোর্ড এবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের নিয়ন্ত্রণে এল। যদিও নতুন বোর্ড গঠনে বাম, কংগ্রেস ও নির্দল সদস্যদের সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল।

স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনাকে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমীকরণ বদলের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

বালুরঘাটে আন্তঃ একলব্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের উদ্যোগে বালুরঘাট পুলিশ লাইন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল '৫ম জেলাভিত্তিক আন্তঃ একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৬'। গত ৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা এই ৩ দিনব্যাপী ক্রীড়া উৎসবে একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ফুটবল, কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখতে পান ক্রীড়াপ্রেমীরা। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন, অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হয়েছিল বুনিয়াদপুর ও নাগরাকাটা একলব্য বিদ্যালয়। প্রথম দিনের ফুটবল খেলায় ছেলেদের বিভাগে বুনিয়াদপুর জয়লাভ করলেও মেয়েদের বিভাগে বাজিমাত করে নাগরাকাটা। কবাডিতে ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যায়; সেখানে ছেলেদের বিভাগে নাগরাকাটা এবং মেয়েদের বিভাগে বুনিয়াদপুর জয়ী হয়। অন্যদিকে, খো-খো প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে বুনিয়াদপুর জয় পেলেও মেয়েদের ম্যাচটি-ড্র দিয়ে শেষ হয়। ৮ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় বোলপুর ও নাগরাকাটা। এই দিন ফুটবলে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রেখে ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগেই জয় ছিনিয়ে নেয় বোলপুর একলব্য বিদ্যালয়। তবে কবাডি ও খো-খো খেলায় দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটায় নাগরাকাটা। কবাডি এবং খো-খো উভয় খেলাতেই ছেলে ও মেয়ে দুটি বিভাগেই জয় হাসিল করে নেয় নাগরাকাটা ইএমআরএস। বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার শেষ দিনে মুখোমুখি হয় বোলপুর ও বুনিয়াদপুর। খেলার শেষ দিনে দারুণ পারফর্ম করে বুনিয়াদপুর একলব্য বিদ্যালয়। ফুটবল প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে বুনিয়াদপুর এবং মেয়েদের বিভাগে বোলপুর জয়ী হয়। কিন্তু কবাডি ও খো-খো প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে বুনিয়াদপুর। কবাডি এবং খো-খো দুই ইভেন্টেরই ছেলে ও মেয়ে উভয় বিভাগেই শেষ পর্যন্ত জয় ছিনিয়ে নেয় বুনিয়াদপুর ইএমআরএস। ৩ দিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কেন্দ্র করে বালুরঘাট পুলিশ লাইন মাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এ বিষয়ে জেলা অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক মেঘফোন ধেন্দুপ লামা বলেন, 'শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা তুলে ধরতে প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বড় মঞ্চে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।'

পূর্ব বর্ধমানের তাঁতিদের মুখে হাসি

শ্রীরামপুরের তাঁত হাটে সরাসরি কাপড় কিনল তন্তুজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুজোর আগে পূর্ব বর্ধমান জেলায় প্রথমবার পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর তাঁত কাপড় হাটে সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় কিনল তন্তুজ। বুধবার দুপুরে তন্তুজের বিভিন্ন আধিকারিকের উপস্থিতিতে শ্রীরামপুর, ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড় এলাকার তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় সংগ্রহ করা হয়।

কাপড় কেনার ক্ষেত্রে কাপড়ের গুণগত মান, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখেন তন্তুজের আধিকারিকরা। সরাসরি তাঁতিদের কাছ থেকে কাপড় বিক্রি হওয়ায় পুজোর আগে কিছুটা স্বস্তি ও আশার আলো দেখছেন এলাকার তাঁতিরা।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার। তিনি তাঁতিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন। পাশাপাশি তাঁত শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

তন্তুজের পক্ষ থেকে বিধায়ককে মঞ্চে সংবর্ধনা জানান তন্তুজের চিফ মার্কেটিং অফিসার শিঞ্জিনী মুখার্জি। তবে কাপড় বিক্রি হলেও তাঁতিদের একাংশের দাবি, বর্তমানে হ্যান্ডলুম শিল্পের

পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। সরকারের পক্ষ থেকে তাঁত শিল্পীদের জন্য আরও বিশেষভাবে ভাবা হলে তাঁরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি, তন্তুজ যদি কাপড়ের জন্য আরও কিছুটা বেশি দাম দিত, তাহলে তাঁদের সুবিধা আরও বাড়ত বলেও জানান তাঁতিরা।

তাঁতিদের উদ্দেশে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, যাঁরা কাপড় উৎপাদন করছেন, তাঁরা ঘাবড়াবেন না। তাঁতিরা যাতে তাঁদের উৎপাদিত কাপড়ের সঠিক মূল্য পান, তার জন্য সরকার যেমন ভাবছে, তেমনই তিনিও তাঁর এলাকার তাঁতিদের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন।

পাশাপাশি কিছুদিন অপেক্ষা করার বার্তা দিয়ে বিধায়ক আশ্বাস দেন, তাঁত শিল্পীদের সুদিন আবার ফিরবে। পুজোর আগে সরাসরি কাপড় বিক্রির সুযোগ পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি শ্রীরামপুর, ধাত্রীগ্রাম ও সমুদ্রগড় এলাকার তাঁতিরা। তাঁদের আশা, সরকারের এই উদ্যোগ আগামী দিনে তাঁত শিল্পকে আরও ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

এতদ্বারা আপনার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অরবিন্দ সরণি শাখার নিম্নলিখিত লকার হোল্ডারদের লকারের ভাড়া বকেয়া রয়েছে। নোটিশ পাঠানোর পরেও, লকার হোল্ডাররা বকেয়া ভাড়া জমা দেননি বা নিষ্পত্তির জন্য শাখায় আসেননি। এই পরিস্থিতিতে, ২৮/০৯/২০২৬ তারিখের আগে বকেয়া ভাড়া পরিশোধ না করা হলে ব্যাঙ্ক আগামী ২৯/০৯/২০২৬ তারিখে উক্ত লকারগুলি ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, বকেয়া ভাড়া, খরচ এবং অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক তার পূর্বস্বত্ব প্রয়োগ করবে।

ক্র. নং.	নাম	লকার নং	পরিমাণ	ঠিকানা
১	পুষ্পা দাস	৪৭	২৫৯২১	৬৮/৯৩ যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৭
২	দীপক কাঞ্জিলাল	৫৮	১৩৭৬৭	৫০, সল্ট লেক সেক্টর-১, ব্লক- সিডি, বিধাননগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০৬
৩	অনিমা কুন্ডু	৬৫	৩২০৭১	ডব্লিউ রোড এক্সটেনশন, হাওড়া - ৭১১১০৫
৪	জয়া বসু	৮৪	১৩৭৬৭	২২৭/১ এ পি সি রোড, সদর, কলকাতা - ৭০০০০৪
৫	গৌতম সাহা	১০৪	৭৭৫০৭	আকরামপুর, তালি খোলা, বারাসাত, উত্তর ২৪-পরগনা, পিন - ৭০০১২৫।
৬	জয়া দেব	১১৮	১৩৭৬৭	১৫/৩৭, ঝিল রোড, যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫
৭	মিনা কুমারী পাল	১৩৯	২৩৯৭৮	এবি৮/৪৯ দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০০৫৯
৮	সোমনাথ বসু	১৭৪	১৩৭৬৭	ব্লক এডি - ৩৮২, রবীন্দ্র পল্লী, কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০০০৪
৯	পার্থ প্রতিম কারকুন	১৯১	২২১১৮	২১৮ ইস্ট সিঁথি রোড, কলকাতা - ৭০০০৩০
১০	সুশান্ত কুমার সাহা	২১১	৩১৮০৪	২০ উল্টাডাঙ্গা রোড, কলকাতা - ৭০০০০৪
১১	বঙ্কিম চন্দ্র সাহা	২২১	৩৩০৯৯	২৫/১ বিধান নগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৭
১২	অরুণ কুমার দাস	২৫৪	১৯০৭৭	৫৫/এ বদ্রীদাস টেম্পল রোড, কলকাতা - ৭০০০০৪
১৩	হেম আগরওয়াল	৩০৬	২২৩৮৩	১/বি হরি পাল লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
১৪	তাপসী দে	৩৫৮	১৫৭১১	সিআইটি হাউজিং স্কিম VIII, ব্লক সি-৬, ফ্ল্যাট-I উল্টাডাঙ্গা, কলকাতা -৭০০০৬৭
১৫	প্রিয়াঙ্কা সরকার	৩৬৮	১৮৬৩৪	ফ্ল্যাট নং ৬ষ্ঠ ফ্লোর অরবিন্দ টাওয়ার, ২৪২/১বি এ.পি.সি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৪

তারিখ : ১০.০৯.২০২৬, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রিকভারি অফিসারের কার্যালয়
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
সূত্র. মামলা নং আরসি/৪২/২০২১
কানাড়া ব্যাঙ্ক
- বনাম -
মেসার্স কাজী আমুরিজ্জমান এবং অন্যান্য

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত **১৮.০৮.২০২৬ তারিখের আদেশ অনুসারে,** নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে
"সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ফ্ল্যাট যা স্বপ্নীল অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং বি-৩, উত্তর পূর্ব দিক, কৈখালী, সদরপাড়া, যুবক সঙ্ঘের কাছে, যার পরিমাপ ৮৪৫ বর্গফুট (কমবেশি), জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, থানা - এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০ ০৫২-এ অবস্থিত এবং যা রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে প্রায় ৬ কাঠা ২ ছটাক, ১৭ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত, যার জে.এল. নং ৫, তৌজি নং ১১৮/৩ এবং ১৮৩, আরএস দাগ নং ৫১৬, ৫২১, ৫২২, ৫২৪, খতিয়ান নং ৯৭৪, ৯৭৩, ৯৭৫, থানা- এয়ারপোর্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।"
ই-অকশনের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে এটি বিক্রি করা হবে এবং এটি ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে হবে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ আর্নেস্ট মানি হিসেবে শুধুমাত্র **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২,** কলকাতা-এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে অথবা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের সাথে পরামর্শ করে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। উক্ত আমানত সফল বিডারের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-অকশন রিপোর্ট পাওয়ার পর অন্যান্য বিডারদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল বিডারকে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে (যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে) আর্নেস্ট মানি সমন্বয় করার পর বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, এটি করতে ব্যর্থ হলে আর্নেস্ট ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ জমা দিতে হবে। যে সংরক্ষিত মূল্যের নীচে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না তা হলো **২৪,৪০,০০০/- টাকা** (চব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১ শতাংশ হবে বিড বৃদ্ধির পরিমাণ। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলী **০৮.০৯.২০২৬ তারিখের আরসি/৪২/২০২১**-এর মতো বর্তমান মামলাগুলিতে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা বিক্রয় ঘোষণা অনুযায়ী একই থাকবে।
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উক্ত সম্পত্তি অনলাইন অকশন **(ই-অকশন)-এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা ১৪.১০.২০২৬ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত** ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েবসাইট **https://drt.auctiontiger.net**-এ ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য বিডারদের **https://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি - ২, কলকাতা-এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে** আর্নেস্ট মানি সহ তাঁদের প্রস্তাবের সাথে **১২.১০.২০২৬** তারিখে বা তার আগে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের কারণে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ই-অকশন প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের / ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে অনলাইনে নিলামে লগইন এবং অংশগ্রহণের জন্য পরবর্তী নির্দেশাবলী, যদি থাকে, সহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড **মোবাইল নং ৯৯৭৮৫ ৯১৮৮৮, ই-মেইল support@auctiontiger.net**
ইচ্ছুক বিডাররা ই-অকশন সম্পর্কিত বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য **ওয়েবসাইট https://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন।
পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, শ্রীমতী স্বর্নালী দত্ত, মোবাইল নং ৯৮৭৫৩ ৮৮৭৮২।

স্বা/- ওম কুমার
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল - ২
কলকাতা

তারিখ : ০৮.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L17299WB2022PLC253035
৬ ও ৬/১, গুরগোলা ঘাট রোড, সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১ ১০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +91 33 2655 8101, 98302 28105, ই-মেল : info@karnikaindustries.com
ওয়েবসাইট : www.karnikaindustries.com

৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") ও এর আওতাধীন বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ সার্কুলার") ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার ও বিজ্ঞপ্তিগুলোর (যাকে একত্রে "প্রাসঙ্গিক সার্কুলার" বলা হয়েছে) সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৪র্থ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে ২০২৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার দুপুর ১:০০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় কোম্পানির ৩য় এজিএম-এর আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি বা কার্যসূচি সম্পন্ন করা হবে। কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়কেই এই সভার আনুষ্ঠানিক বা নির্ধারিত স্থান হিসেবে গণ্য করা হবে।

২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনটি ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) তারিখে ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি এবং/অথবা আরটিএ (RTA) 'স্কাইলাইন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, যেসব সদস্য কোম্পানি, কোনো ডিপোজিটার বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) 'স্কাইলাইন সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের কাছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('SEBI Listing Regulations, 2015')-এর সংশোধিত রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, এই চিঠিতে বার্ষিক প্রতিবেদনের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার সঠিক ওয়েব-লিঙ্কটি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট ttps://karnikaindustries.com/wp-content/uploads/2026/09/Annual-Report-F-Y-2025-26.pdf-এও পাওয়া যাচ্ছে।

এজিএম (AGM)-এর সময় এবং দূরবর্তী স্থান থেকে ই-ভোটিং (e-Voting)-এর নির্দেশাবলী
সদস্যদের এত দ্বারা জানানো হচ্ছে যে :
১. দূরবর্তী ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএম-এর বা স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং এজিএম-এ সরাসরি ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্য সদস্য নির্ধারণের জন্য 'কাট-অফ তারিফ' cut-off date হলো সনিবার, ১৯শে সেপ্টম্বর, ২০২৬। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সদস্যরা ভোট প্রদানের জন্য কেবল একটি পদ্ধতিই বেছে নিতে পারবেন - অর্থাৎ, হয় সভায় সরাসরি ভোট প্রদান অথবা দূরবর্তী ই-ভোটিং। যদি কোনো সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতি বেছে নেন, তবে তিনি সভায় সরাসরি ভোট দিতে পারবেন না, একইভাবে, সভায় সরাসরি ভোট দিলে দূরবর্তী ই-ভোটিং করা যাবে না। তবে, কোনো প্রস্তাবের (resolution) বিষয়ে কোনো সদস্য একবার ই-ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার বা পুনরায় ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে না। যেসব সদস্য সভার তারিখের আগেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।
২. ভোট প্রদানের সময়সীমা শনিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ টায় শেষ হবে। এই সময়সীমার মধ্যে, 'কাট-অফ তারিখ' বা 'রেকর্ড ডেট' (অর্থাৎ শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬)-এ কোম্পানির ডিমেটেরিয়ালাইজড (dematerialized) বা ইলেকট্রনিক্স ফর্মে শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারবেন।
৩. যে কোনো ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং সদস্য হন-এবং 'কাট-অফ' তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ শেয়ার ধারণ করেন তিনি evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগ-ইন আইডি এবং পাওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রীমতি পুনম বিনানি, প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি [(A33638) COP-12552]-কে 'স্ক্রুটিনাইজার' (পর্যবেক্ষক) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো ইজিএম (EGM)-এর সময় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পর্যবেক্ষণ করা তিনি এই পদে নিয়োগের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন এবং উক্ত কাজের জন্য উপস্থিত থাকবেন। ই-ভোটিংয়ের ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.karnikaindustries.com/-এ আপলোড করা হবে এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-কে (যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত) অবহিত করা হবে।
৪. কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, শেয়ারহোল্ডারদের জন্য 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী নির্দেশিকা' (user manual) দেখা যেতে পারে, যা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে। এছাড়া ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বারে কল করা যেতে পারে অথবা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠানো যেতে পারে।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও হয়ে
কর্ণিকা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বাক্ষর/-
(মুসকান বুবনা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ACS 71679)

তারিখ : ১০.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড
নিবন্ধিত ঠিকানা : ৪. বি.বি.ডি. বাগ (ইস্ট), স্টিফেন হাউস,
রুম নং ৫, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN : L63090WB1989PLC099645
ইমেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
রিমোট ই-ভোটিং এবং বুক ক্লোজার সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ২৪ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আগামী **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ৩টায় (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("আইন") এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখে জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ এবং ১৭/২০২০, ১৫ জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০, ২৩ জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ৩/২০২২ (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসেবে উল্লেখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখের SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (সম্মিলিতভাবে "সেবি সার্কুলার" হিসেবে উল্লেখিত), ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ এবং এই বিষয়ে জারিকৃত পরবর্তী সার্কুলারসমূহ, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ৯/২০২৩ ('এমসিএ সার্কুলার'), এবং আইন ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর বিধানসমূহ মেনে কোম্পানির **এজিএম** ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, যার জন্য এমসিএ সার্কুলার, সেবি সার্কুলার, আইন এবং লিস্টিং রেগুলেশনস অনুসারে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই।
৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী (স্ট্যান্ডালোন এবং কনসোলিডেটেড) সহ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং **৩৭তম এজিএম** আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিটি **২৫ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং যারা শুক্রবার, ২১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করে আছেন।
বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www. frontlinecorporation.org/_files/ugd/77758d_2fe490a360e54a119029d830e3b92c7b.pdf এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.com/-এ উপলব্ধ রয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থার ই-ভোটিং ওয়েবসাইট evoting@nsdl.co.in-এও উপলব্ধ থাকবে। ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে মওকুফ করা হয়েছে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানসমূহ মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত এবং এনএসডিএল -এর মাধ্যমে প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে কার্যাবলী সম্পাদন করা যেতে পারে।
ক) **৩৭তম এজিএম**-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত কার্যাবলী রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে।
খ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল **শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ৯টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫টায়** (আইএসটি) শেষ হবে।
গ) রিমোট ই-ভোটিং এবং/বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো **বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬**-এর ব্যবসার সময় শেষ হওয়ার মুহূর্ত। উক্ত কাট-অফ তারিখে মার্কেট আওয়ার শেষে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে কোনো ব্যক্তি যিনি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করছেন, তারা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইস্যু করার জন্য **বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে bssahd@bigshareonline.com-এ অথবা ৩০৩, সান স্কোয়ার কমপ্লেক্স অফ সি জি রোড, নবরংপুরা, গিরিশ কোল্ড ড্রিংকস-এর নিকট, আহমেদাবাদ ৩৮০০০৯, গুজরাত, ভারত, ফোন নং ০৭৯ ৪৯১৯৬৪৫৯**-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
ঘ) সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে :
১) উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং এর পরে কোনো রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না, সদস্য কর্তৃক একটি রেজোলিউশনের উপর একবার ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে সদস্যকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না,
২) এজিএম-এও ই-ভোটিংয়ের সুবিধা উপলব্ধ করা হবে,
৩) যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না; এবং
৪) কাট-অফ তারিখে মার্কেট আওয়ার শেষে মেম্বারস রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর রেজিস্টারে যে ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে, শুধুমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি এজিএম-এ ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।
ঙ) ভিসি/ওএভিএম মোডের মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা এবং/বা সহায়তার প্রয়োজন হলে, সদস্যরা https://www.evoting.nsdl.com/-এর ডাউনলোড বিভাগে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং এজিএম ভিসি/ওএভিএম দেখতে পারেন অথবা **শ্রী শচীন কারেলিয়া**-র সাথে sachink@nsdl.co.in ইমেল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আরও কোনো স্পষ্টীকরণ/প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর সাথে ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। অভিযোগগুলি কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার-কে frontlinecorplimited@gmail.com-এ ই-মেইল পাঠিয়েও জানানো যেতে পারে।
এতদ্বারা সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রবিধান ৪২-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষের জন্য কোম্পানির ৩৭তম এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির মেম্বারস রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস আগামী **বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** বন্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সুরেশ কুমার বর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
মেম্বারশিপ নং : এফ৩৭২৫

তারিখ : ২৪ আগস্ট, ২০২৬
স্থান : আহমেদাবাদ

বিধানসভায় পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বড়জোড়ার বিধায়কের

বাঁকুড়ায় একাধিক রুটে সরকারি বাস চালানোর দাবিপত্র পেশ

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর ভায়া গঙ্গাজলঘাটি, মালিয়াড়া, বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর ভায়া, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া ও বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ভায়া গঙ্গাজলঘাটি, মালিয়াড়া এই রুটগুলিতে সরকারি বাস পরিষেবা নেই। এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, সরকারি বাস চালানো হোক। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির বড়জোড়া বিধানসভার প্রার্থী বিল্লেশ্বর সিংহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি জিতলে এই রুটগুলিতে সরকারি বাস চালানোর চেষ্টা করবেন। সেইমতো বুধবার বিধানসভায় তিনি পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সাথে দেখা করেন এবং বেশ কয়েকটি রুটে সরকারি যাত্রীবাহী বাস চালানোর জন্য একটি লিখিত দাবিপত্র দেন। বিল্লেশ্বর সিংহ বলেন, 'আগের সরকার এই রুটে সরকারি বাস চালানোর কোনও উদ্যোগ নেয়নি। দক্ষিণবঙ্গ পরিবহনের বাঁকুড়া ও দুর্গাপুর ডিপো থেকে বাঁকুড়া দুর্গাপুর ভায়া বেলিয়াতোড়ে চলতে কয়েকটি সরকারি বাস চলাচল করলেও বাঁকুড়া দুর্গাপুর ভায়া গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর মালিয়াড়া রুটে এবং বাঁকুড়া দুর্গাপুর ভায়া গঙ্গাজলঘাটি, রাম হরিপুর, বড়জোড়া রুটে কোনো সরকারি বাস চলে না। এছাড়াও এই এলাকার মানুষের কলকাতা যাওয়ার সরাসরি কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। কলকাতা যেতে হলে ৩০ কিমি দূরে দুর্গাপুর অথবা বাঁকুড়া থেকে ট্রেন ধরতে যেতে হয়। ফলে বাসিন্দাদের হয়রানির শেষ থাকে না।' বিল্লেশ্বর সিংহ আরও বলেন, 'আমাকে মানুষ ভোট দিয়ে বিধানসভায় পাঠিয়েছেন ভোগ বিলাসের জন্য নয়। মানুষের অভাব অভিযোগ শুনে আমি পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবলেছিলাম। তিনি আমাকে রুট উল্লেখ করে তালিকা দিতে বলেছিলেন। সেইমতো এদিন আমি পরিবহন মন্ত্রীকে সেই দাবি পত্র তুলে দিয়েছি।' তিনি যে যে রুটে সরকারি বাস চালানোর দাবি জানিয়েছেন সেগুলি হলো বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর (ভায়া কাঞ্চনপুর, অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর, মালিয়াড়া, বড়জোড়া)/ বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ভায়া গঙ্গাজলঘাটি, দুর্লভপুর বড়জোড়া, দুর্গাপুর হয়ে কলকাতা / বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুর ভায়া, অমরকানন, গঙ্গাজলঘাটি, দেওড়িয়া,রামহরিপুর, বড়জোড়া / বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ভায়া বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া।

পদত্যাগ করলেন ইংরেজবাজারের পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শত জল্পনার পর অবশেষে পদত্যাগ করলেন তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারের ১৪ জন সদস্যের উপস্থিতিতেই নিজের পদত্যাগ পত্র পেশ করেন কৃষ্ণেন্দু। পাশাপাশি সেই পদত্যাগ পত্রটি ইমেইল করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু। আর চেয়ারম্যানের এই পদত্যাগ নিয়েই বেজায় কটাক্ষ করেছে বিজেপি। দুর্নীতির দায় এড়াতেই তড়িঘড়ি চেয়ারম্যান পদত্যাগ করে পালাবার চেষ্টা করেছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করেছেন বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপির এই মন্তব্যকে কার্যত মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন বলে সরাসরি দাবি করেছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

এদিন দুপুরে ইংরেজবাজার পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারের ১৪ জন সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। তারপরই তিনি পদত্যাগ পত্র সেখানেই পেশ করেন। এদিকে সংশ্লিষ্ট পুরসভার একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছরের ব্যবধানে ইংরেজবাজার পুরসভায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের প্রায় ১৫ কোটি টাকা দেনা হয়ে পড়েছে। এমনকি বিদ্যুতের বিল বকেয়া রয়েছে প্রায় ৭ কোটি। ২০১০ সালের পুরনো কাজের জন্য ঠিকাদারের বকেয়া বিল রয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকা। এর বাইরে এখনও পর্যন্ত আরও প্রায় ১০ কোটি টাকা ঠিকাদারদের বকেয়া বিল রয়েছে। এরকম আরও একাধিক দেনা এবং সমস্যায় ভুগছিল ইংরেজবাজার পুরসভা। এতদিন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন কোনরকম ভাবেই চলেছে সংশ্লিষ্ট পুরো বোর্ড বলে অভিযোগ। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই কোন খাতে কি খরচ হয়েছে এবং সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেসব নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল শাসক দল বিজেপি।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৯০ সালে কংগ্রেসের হয়ে প্রথমবার কাউন্সিলার হন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। ১৯৯৫ সালে প্রথমবার চেয়ারম্যান হন কৃষ্ণেন্দু। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান থাকাকালীন ইংরেজবাজারের বিধায়ক হন কৃষ্ণেন্দু। ২০১১ সালের সরকার পরিবর্তনের পর তৃণমূলে যোগদান করেন তিনি। এরপর ইংরেজবাজারের বিধায়ক হয়ে রাজ্যের পর্যটন ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী দায়িত্ব সামলান কৃষ্ণেন্দু। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজারের তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে বিজেপির কাছে পরাজিত হন কৃষ্ণেন্দু। তারপরও তিনি এই পুরসভার চেয়ারম্যানের পদেই ছিলেন। চেয়ারম্যানের পদত্যাগ প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকদিন ধরেই পদত্যাগের কথা শোনা যাচ্ছিল। অনেক পুরসভায় সরকার বদলের পরেই চেয়ারম্যানরা ইস্তফা দিয়েছে। উনি এতদিন কার্যত জোর করেই ছিলেন। সরকার কোনওরকম অসহযোগিতা করে নি। বরং এই পূর্ববোর্ডে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন একের পর এক দুর্নীতি, সরকারি অর্থ তছরূপ হয়েছে। পুর নাগরিকদের জন্য কোনও সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। জঞ্জাল সমস্যা থেকে শুরু করে অন্যান্য পুর পরিষেবার ক্ষেত্রেও মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেই তড়িঘড়ি চেয়ারম্যান ইস্তফা দিয়ে পালিয়েছেন।' যদিও বিদায়ী চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে জনপ্রতিনিধি রয়েছি। পাঁচবারের চেয়ারম্যান রয়েছি। এটাই রাজ্যের রাজনীতিতে রেকর্ড। অনেক সময় বিভিন্ন টানাপোড়েন থাকে, যার জন্য মানুষকে একটা কঠিন সিদ্ধান্তে আসতে হয়। ঠিক সেটাই আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। আমার পদত্যাগের পিছনে কি কারণ রয়েছে তা গোপন থাকবে। তবে আমি এখনই রাজনীতি থেকে অবসর নেব না। আগামীতে মানুষের ভূমিকা হবে সেটা সময় বলবে। তবে এখন বিজেপি যে ধরনের কথাবার্তা বলছে তার কোনও ভিত্তি নেই। আগামীতেও সুযোগ পেলে সেটা করবো।'

সেবা সংকল্প অভিযান কর্মসূচির দিন ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জীবনে 'সেবা ও সমর্পণ'-এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান ২০২৬'-এর নানা কর্মসূচি ঘোষণা করল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার বালুরঘাটে অবস্থিত জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত একটি বিশেষ সাংবাদিক বৈঠকে এই অভিযানের রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। দলীয় নেতৃত্বের কথায়, বিগত ২৫ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর নিরবচ্ছিন্ন জনসেবা ও দেশগঠনের বার্তা জেলার প্রতিটি প্রান্তে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই অভিযান। সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, 'আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর দেশের সফল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিবস থেকে শুরু করে ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পর্যন্ত এই কর্মসূচি জোরকদমে চালানো হবে।' তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই অভিযানের সূচনা ঘটবে। এরপর ২২ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হবে, যেখানে জেলার মঠ-মন্দির, ধর্মীয় স্থান ও প্রাচীন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত চত্বরগুলিতে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা সরাসরি পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেবেন। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিবস উপলক্ষে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিটি বুথে স্বচ্ছতা কর্মসূচি জোরদার করা হবে এবং ২৬ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর সাবলম্বী ভারতের বার্তা নিয়ে প্রতিটি ব্লকে 'ভোকাল ফর লোকাল' মেলার আয়োজন করা হবে। পরিশেষে, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে খাদি পণ্যের প্রসার ও 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই সেবা সংকল্প অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রতিটি বিধানসভা ও বুথ স্তরে যাতে এই বার্তা পৌঁছে যায়, তার জন্য জেলার সর্বস্তরের জনগণকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান জেলা সভাপতি।

বাঁকুড়ায় সেবা সংকল্প অভিযান ঘিরে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আজ বাঁকুড়া কানকাটা এলাকায় বেসরকারি লজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত দেশজুড়ে চলতে থাকা দলের বিশেষ সামাজিক কর্মসূচি 'সেবা সংকল্প অভিযান'-কে সামনে রেখেই এই প্রেস কনফারেন্সের ডাক দেওয়া হয়েছিল। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার এবং বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী-সহ জেলার অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু এবং ডাঃ সুভাষ সরকার জানান, মাসব্যাপী এই 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। দলের নেতা-কর্মীরা সরাসরি মানুষের দুয়ারে গিয়ে তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন এবং তা সমাধানে ব্রতী হবেন। বাঁকুড়া জেলাজুড়ে এই কর্মসূচিকে সফল করতে বুথ স্তর পর্যন্ত বিশেষ রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে বলে জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী উল্লেখ করেন।

আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে জমজমাট ইয়ুথ পার্লামেন্ট

সংসদীয় গণতন্ত্রের পাঠ পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ইয়ুথ পার্লামেন্ট কম্পিটিশন। আরামবাগ পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ, আরামবাগের মহকুমা শাসক খুশহালি সোলাঙ্কি এবং আরামবাগ পৌরসভার প্রশাসক সমর দত্ত-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মোট ৬টি স্কুল অংশ নেয়। পাশাপাশি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। আরামবাগ পৌরসভার অন্তর্গত আরামবাগ হাইস্কুল, আরামবাগ গার্লস হাইস্কুল, চাঁদুর হাইস্কুল এবং পারুল ও বাদলকোনা হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই ইয়ুথ পার্লামেন্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কেউ শাসকপক্ষের ভূমিকায়, কেউ আবার বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সংসদীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও যুক্তি-তর্কে অংশ নেয়। পড়ুয়াদের বক্তব্য, উপস্থাপনা এবং আত্মবিশ্বাসে কার্যত ছোট্ট সংসদের পরিবেশ তৈরি হয় রবীন্দ্রভবনে। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও নেতৃত্বের গুণ তৈরি করতে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' তাঁর কথায়, 'শুধু বইয়ের পাতায় গণতন্ত্র সম্পর্কে জানলেই হবে না, গণতন্ত্র কীভাবে কাজ করে, কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে হয় এবং অন্যের মতামতকে সম্মান করতে হয়, তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও শেখা দরকার।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত মহকুমা শাসক খুশহালি সোলাঙ্কি এবং পৌরসভার প্রশাসক সমর দত্তও পড়ুয়াদের এই উদ্যোগে উৎসাহিত করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আরও উৎসাহ দেখা যায়। ইয়ুথ পার্লামেন্টে অংশ নেওয়া এক ছাত্র জানায়, 'প্রথমবার সংসদের মতো পরিবেশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো লেগেছে। নিজের বক্তব্য সবার সামনে তুলে ধরতে গিয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। পাশাপাশি বিরোধী মতামত শুনে কীভাবে যুক্তি দিয়ে উত্তর দিতে হয়, সেটাও শিখেছি।' সব মিলিয়ে আরামবাগের রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত এই বিশেষ ইয়ুথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠান শুধু একটি প্রতিযোগিতা নয়, আগামী প্রজন্মের মধ্যে গণতন্ত্র, নেতৃত্ব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধ গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে নজর কেড়েছে।

নাদনঘাট ফেরি পরিষেবা বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাগীরথীর জলে দেখা দিয়েছে তীব্র স্রোত এবং সেই সঙ্গে ভেসে আসা কচুরিপানার দাপটে বিপর্যস্ত কালনার নসরতপুর পঞ্চায়েত এলাকার নাদনঘাট ফেরিঘাট। কচুরিপানার সঙ্গে মরা পশুখাদ্য ও পশুদেহ আটকে চরম দুর্গন্ধ ছড়ানোয় এবং সুরক্ষার তাগিদে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দিলেন ফেরি পরিষেবা। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ভাগীরথীর উজান থেকে পলি ও প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা ভেসে আসছে। সেই কচুরিপানার বড় বড় দল এসে আটকে পড়ছে নাদনঘাট ফেরিঘাটের জেটিতে। শুধু কচুরিপানাই নয়, তাতে আটকে রয়েছে একাধিক গবাদি পশুর পচা দেহ। ফলে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘাট ও সংলগ্ন এলাকায়। দুর্গন্ধে সাধারণ যাত্রী ও মাঝিদের শ্বাস নেওয়াই দায় হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে কচুরিপানার প্রবল চাপে জেটিঘাটটি একদিকে হেলে পড়ায়। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তড়িঘড়ি পারাপার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন স্থানীয়রা। ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কালনা ও নবদ্বীপের এক বড় অংশের সঙ্গে নদীর অপর পারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় প্রতিদিনের নিত্যযাত্রী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের।

ক্ষুব্ধ নদী পারাপারকারী যাত্রী ও স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ও ঘাট কর্তৃপক্ষকে বারবার জানানো সত্ত্বেও দ্রুত কচুরিপানা ও পচা পশুদেহ সরানোর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনা ঘটার আগেই প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে, এই দাবি তুলে তারা পারাপার বন্ধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। কচুরিপানা দ্রুত পরিষ্কার করে এবং জেটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে।

সেবা সংকল্প অভিযান নিয়ে বিজেপির প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছরের প্রশাসনিক কার্যকাল পূর্তি উপলক্ষে দেশজুড়ে এক মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর ঘোষণা করেছে বিজেপি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচি। বুথ থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই অভিযান পালন করা হবে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের টাউন হলে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সাংবাদিক বৈঠক করে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা, জেলা ইনচার্জ সন্দীপ নন্দী-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এক মাসের এই কর্মসূচিকে মোট ১৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে শিশুদের উদ্ভাবনী ভাবনা, আঁকা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রঙ্গোলি, 'আশীর্বাদের প্রদীপ'-সহ একাধিক কর্মসূচি থাকছে। পাশাপাশি দেশাত্মবোধ, মূল্যবোধ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার বার্তাও তুলে ধরা হবে। 'বন্দে মাতরম'-কে কেন্দ্র করেও বিশেষ কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। দেশজুড়ে একসঙ্গে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি তুলে তা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নথিভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র।

অন্ডালে ধসের মাটিতে আগুন, ধোঁয়া !

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মাটি ধসেছে। সেই ধসের ফাটল দিয়ে বেরোচ্ছে আগুন, উঠছে ধোঁয়া। তিন দিন ধরে অন্ডালের ধান্ডাডি গ্রামে এমনই ছবি। দিন যত যাচ্ছে, আগুন-ধোঁয়ার দাপট বাড়ছে বলে অভিযোগ। অথচ গ্রামবাসীদের দাবি, এখনও ঘটনাস্থলে দেখা মেলেনি ইসিএল-এর কোনও আধিকারিকের। বড় বিপদের আশঙ্কায় রাত কাটছে আতঙ্কে। ইসিএল-এর জমিতে এই ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথমে মাটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেলেও পরে আগুনও দেখা যায়। ক্রমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। বাড়িঘরের কাছে মাটির নীচে কী ঘটছে, তা নিয়ে আতঙ্কিত বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, ধসের মাটি থেকে যখন আগুন আর ধোঁয়া উঠছে, তখনও কি বড় কোনও দুর্ঘটনার অপেক্ষা? তাঁদের দাবি, দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখুক ইসিএল ও প্রশাসন। মাটির নীচে আগুনের উৎস কী, ধসের কারণই বা কী;তা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তদন্ত করে অবিলম্বে বিপজ্জনক এলাকা নিরাপদ করার দাবিও উঠেছে। তিন দিন কেটে গেলেও কর্তৃপক্ষের 'নজর' না-পড়ায় ক্ষোভও বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। তাঁদের আশঙ্কা, এখনই ব্যবস্থা না নিলে ডান্ডাডির এই আগুন-ধোঁয়া আরও বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রেপ্তার ডানকুনি পুরসভার দুই প্রাক্তন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে ডানকুনি পুরসভার দুই প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা সূর্য দে এবং কবিরুল আলমকে গ্রেপ্তার করল ডানকুনি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। যদিও গোটা ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করছে কালীঘাট তৃণমূল। তৃণমূল নেতাদের দাবি, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে পদযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার আগে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের চাপে রাখতেই পুরনো মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বছর তিনেক আগে ডানকুনির এক রাজমিস্ত্রি ডানকুনি পুরসভায় আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার জন্য খোঁজখবর নিতে যান। ওই সময় ডানকুনি পুরসভার চেয়ারপার্সন হাসিনা শবনমের ঘরে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার কবিরুল আলম, সূর্য্য দে ও শম্ভুনাথ সাউ সেই রাজমিস্ত্রির কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা নেন বলে অভিযোগ। সেই সময় ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ রাহা। সেই রাজমিস্ত্রি গত সোমবার ডানকুনি থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। তারই ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও এদিন আদালতে ধৃতদের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় জানান, পুরোটাই মিথ্যে অভিযোগ। কোনও অভিযোগ হলে তার প্রাথমিক তদন্ত করে পুলিশকে এফআইআর করতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে পুলিশ আইন মেনে কাজ করেনি। এটা রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরে আসছেন। সেই কর্মসূচি ভণ্ডুল করতেই ব্লক ধরে ধরে তৃণমূল কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এ দিন শ্রীরামপুর আদালত চত্বরে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করে বিক্ষোভ দেখান। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারি ও পুলিশি পুলিশি সন্ত্রাস নিয়ে সরব হয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন, 'আপনার ক্ষমতা থাকলে আমাকে গ্রেপ্তার করুন। সারা ভারতবর্ষের লোক দেখবে।' এরপরেই নিজের প্রাক্তন জামাই তথা বিজেপি নেতা কবীর শঙ্কর বসুর নাম না করে কল্যাণ বলেন, 'একটা আবর্জনা, যেখান থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। দু'বার শ্রীরামপুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।' মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, 'আসলে আপনি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক। আমি ভেবেছিলাম, আপনি মানুষ হিসেবে ভালো হবেন। কিন্তু দেখলাম, আপনি গুন্ডাগিরি করছেন। পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখালে হবে না। আমি একা হাঁটব। আমাকে অ্যারেস্ট করে দেখান।'

'নারকেল দিন-তেল নিন'

প্রাচীন পেশার নজির শ্যামপুরে

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের জীবন জীবিকা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক কিছুই। হাওড়ার জনজীবন থেকে ও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকটি পেশা। হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের বেশ কয়েকজন মানুষ

আজও সেই পেশা ধরে রেখেছে বলে জানা গিয়েছে। হাওড়ার শ্যামপুর এলাকায় বেশ কিছু হাট রয়েছে যেখানে গেলে দেখা মিলবে এই সব ট্র্যাডিশনাল পেশার। শ্যামপুর এলাকার মোল্লাহাট, দেউলি, খাড়ুবেড়িয়া,রাধানগর এলাকায় নিয়ম করে আজো হাট বসে। সেই সব হাট ঘুরে দেখা গিয়েছে এক ট্র্যাডিশনাল পেশার। নারকেলের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে নারকেল তেল। যতটা নারকেল তার এক চতুর্থাংশ তেল। অর্থাৎ আজও নারকেলকে বিনিময়ের মাধ্যম করে চলছে এই পেশা। গ্রাম চরিত্র গবেষক তমাল বুড়াই জানান, 'ধরা যাক একজন ব্যক্তির নারকেল গাছ থেকে ১০টি নারকেল পাওয়া গেছে। এখন বাড়িতে সামান্য নারকেল প্রয়োজন। বাকি নারকেলের কেটে টুকরো করে শুকিয়ে কিলো প্রতি বিক্রি করা হয়। পরিবর্তে মেলে এক চতুর্থাংশ নারিকেল তেল। এক কেজি নারকেল দিলে মিলবে ২৫০-৩০০ গ্রাম নারকেল তেল।' বলাই বাহুল্য এই ধরনের বিনিময় পেশা আজো শ্যামপুরের ট্র্যাডিশন বহন করে চলেছে বলে জানিয়েছেন অশীতিপর ব্যক্তিত্ব তথা শ্যামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলও। অর্থাৎ নারিকেল নিয়ে অয়েল মিলে না গিয়ে হাটে মিলছে অর্ধেক তেল। বিনিময় প্রথায় নারকেল তেলের ব্যবসা আজও বিদ্যমান শ্যামপুরে।

হাঁসখালিতে গ্রেপ্তার ৫ জন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও ১ বাংলাদেশি নাগরিক-সহ চার মহিলা গ্রেপ্তার। নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় পুলিশের অভিযানে মিলল বড়সড় সাফল্য। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় রানাঘাট পুলিশ জেলার হাঁসখালি থানার পুলিশ। ৪ মহিলা-সহ মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা সকলেই বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানা গেছে। হাঁসখালি থানা এলাকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন ভারতে প্রবেশ করেছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় হাঁসখালি থানার পুলিশ। খবর পাওয়ার পরই হাঁসখালি থানার ওসির নেতৃত্বে একটি পুলিশ দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে একজন মহিলা-সহ এক ব্যক্তিকে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সে বাংলাদেশি নাগরিক। প্রথমে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বাকিদের খোঁজ পায় পুলিশ। তাদের কাছে সমস্ত বৈধ-নথি আছে কিনা তাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় কে বা কারা তাদের আশ্রয় দিত এবং ঘটনায় কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বিডিও অফিসে আদিবাসীদের 'অপমান'

খণ্ডঘোষে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিভিন্ন দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী সংগঠন। পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের কাঁটাপুকুর এলাকায় বর্ধমান, বাঁকুড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল। সংগঠনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। আন্দোলনকারীদের একাধিক দাবির মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে খণ্ডঘোষের বিডিওর বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ। সংগঠনের দাবি, একটি জমি সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের কয়েকজনকে বিডিও দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও অপমানজনক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, প্রশাসনের একজন আধিকারিকের দপ্তরে বসে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে এভাবে অপমান করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সংগঠনের নেতারা জানান, বিডিওর বিরুদ্ধে খণ্ডঘোষ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে। এদিকে প্রশাসনিক কর্তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

নেপালে বন্যায় এখনও পর্যন্ত মৃত ১,৩৬৫, নিখোঁজ ৪,০৭৭

তিব্বত সীমান্তে ভূকম্পনে কাঁপল নেপালও

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর: নেপালের ভোটেকোশি নদীর ভয়াবহ বন্যায় ১,৩৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৪,০৭৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত ৩,০৩০ জন মানুষ বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করছেন। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সর্বাধিক ৩৬৩টি মৃতদেহ চিতওয়ান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এরপর পূর্ব নওয়ালপরাসি থেকে ২২৬টি, পশ্চিম নওয়ালপরাসি থেকে ২২২টি, নুয়াকোট থেকে ১৯৭টি, রাসুয়া থেকে ১৭৪টি, গোর্খা থেকে ৭৫টি, ধাদিঙ থেকে ৭০টি এবং তানাহুন থেকে ৩৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কর্মকর্তারা এ পর্যন্ত ১,১৪৭টি মৃতদেহ সৎকার করেছেন। ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ এবং প্রয়োজনীয় শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মৃতদেহগুলোকে নিরাপদে সৎকার করা হয়।

দেহ শনাক্ত করার প্রচেষ্টায় ফরেনসিক দলগুলো এখনও পর্যন্ত ২,৬৯৮টি ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে ১,২৮৬টি নমুনা মৃতদের এবং ১,৪১২টি তাদের আত্মীয়দের। নেপাল পুলিশের নিজেদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১,৩১০টি অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। ত্রাণ বিতরণ, মৃতদেহ উদ্ধার এবং এখনও নিখোঁজদের সন্ধানের জন্য মোট ৭,৯৭৫ জন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের মতে, এখনও ৪,০৭৭ জন নিখোঁজ রয়েছেন, এবং ৩,০৩০ জন বাস্তুচ্যুত মানুষ বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছেন।

তিব্বত সীমান্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নেপালের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির ক্ষত কাটতে না-কাটতেই ভূকম্পন। তিব্বত সীমান্ত সংলগ্ন নেপালে রিখটার স্কেলে ৫.৩ মাত্রার তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ এই ভূমিকম্পের জেরে সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৯টা ৩৮ মিনিটে এই কম্পনটি অনুভূত হয়। এর উৎসস্থল ছিল তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া নেপালের পার্বত্য এলাকা। এই কম্পনের রেশ কাটতে না কাটতেই বুধবার ভোরে কেঁপে ওঠে তিব্বত ভূখণ্ড। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভোরে অনুভূত হওয়া এই কম্পনের তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৪.৩।

নেপালে বন্যার জেরে অর্থনৈতিক প্রভাব ও জলবায়ু অর্থায়নে কমিটি

কাঠমান্ডু, ৯ সেপ্টেম্বর: প্রতিনিধি সভার অর্থ কমিটি রাসুয়ায় বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাব এবং জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো অধ্যয়ন ও মূল্যায়ন করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করেছে।

বুধবার, সিংহ দরবারে অনুষ্ঠিত অর্থ কমিটির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সাংসদ সুশীল খাড়কার সমন্বয়ে সাত সদস্যের এই উপ-কমিটিটি গঠন করা হয়েছে। উপ-কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সাংসদ নরেন্দ্র কুমার কেরুং, পরশুরাম তামাং, ড. পুষ্পরাজ কান্ডেল, লিমা অধিকারী, পুষ্পা চৌধুরী এবং সুশান্ত বৈদিক। অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান ড. কৃষ্ণহরি বুধাথোকির মতে, রাসুয়া বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাব এবং জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো অধ্যয়নের দায়িত্ব এই উপ-কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। উপকমিটিকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিহারে বন্যাদুর্গতদের পাশে সরকার, ত্রাণ বণ্টনে গতি বাড়ানোর নির্দেশ

কাটিহার, ৯ সেপ্টেম্বর: বিহার সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী রত্নেশ সাদা বুধবার কাটিহার জেলার মনিহারি ব্লকের বন্যাকবলিত নয়াটোলা এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বন্যাদুর্গতদের মধ্যে পলিথিন ত্রিপল বিতরণ করেন। পাশাপাশি জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারি আর্থিক সহায়তা বিতরণে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য কী কী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে, তারও খোঁজ নেন। তিনি এলাকায় পরিচালিত কমিউনিটি কিচেন, চিকিৎসা শিবির এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী রত্নেশ সাদা বলেন, এই দুর্যোগের সময়ে রাজ্য সরকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে। কোনও নাগরিককে খাদ্য বা প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিষেবার জন্য সমস্যায় পড়তে দেওয়া হবে না। পরিদর্শনের সময় কাটিহারের জেলাশাসক আশুতোষ দ্বিবেদী, অতিরিক্ত জেলাশাসক (বিপর্যয় মোকাবিলা) সহ বিভিন্ন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক মন্ত্রীকে জেলায় চলা ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে সেবা সঙ্কল্প অভিযানের সূচনা বিজেপির: নীতিন

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের জনজীবন অথবা জনসেবার মেয়াদ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে বিজেপি এই মাসের ১৭ তারিখ থেকে মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু করতে চলেছে। বুধবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন জানান, আগামী ৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী তাঁর জনসেবার ২৫ বছর পূর্ণ করবেন, কারণ ২০০১ সালের ওই দিনেই তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকাল শুরু করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই দীর্ঘ সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী 'জনসেবা থেকে দেশসেবা'র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে অবিচল ভাবে সেবার এই যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। নীতিন নবীন জোর দিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারতের অগ্রগতি কেবল ভৌত বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং দেশের সাংস্কৃতিক পরিচিতি ও ঐতিহ্যও সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, মোদী যখন দেশের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন ভারত নিরাশার শিকার ছিল এবং 'ফ্র্যাজাইল ফাইভ' বা ভঙ্গুর অর্থনীতির অন্যতম একটি দেশ হিসেবে বিবেচিত হতো; কিন্তু এখন ভারত বিশ্বের দ্রুততম ক্রমবর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। 'সেবা সংকল্প অভিযানে'র সূচনা হবে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজনের মধ্য দিয়ে। নিতিন নবীন জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষ্যে আগামী ৭ অক্টোবর গ্রাম ও শহরাঞ্চলকে সংযুক্ত করে 'সেবা জ্যোতি কলশ যাত্রা'-ও আয়োজন করা হবে। তিনি জানান, জনগণের অংশগ্রহণে এই মাসের ১৭ তারিখ থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত 'সেবা আমার অবদান' কর্মসূচি পালিত হবে এবং এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ময়দান

ইডেনেই শুরু দুর্গাপুজো ! চক্ষুদানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন উদ্যানকে কেন্দ্র করে এবারের দুর্গাপুজোর সূচনা হতে চলেছে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রযুক্তি, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সমন্বয়ে সাজানো এই আয়োজনকে স্মরণীয় করে তুলতে একাধিক বিশেষ কর্মসূচি রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হবে ড্রোন প্রযুক্তির সাহায্যে আকাশে দেবী দুর্গার মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলা। আলোকিত ড্রোনের সমন্বয়ে তৈরি হবে মায়ের প্রতিকৃতি, আর সেই আবহে মাতৃবন্দনার সুরে মুখরিত হবে গোটা পরিবেশ। এরপর প্রতীকী চক্ষুদানের মাধ্যমে দেবীর আরাধনার সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। ইডেনে পৌঁছনোর আগে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আলোকসজ্জায় সজ্জিত রেড রোড ধরে এগোবে এই শোভাযাত্রা। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার প্রতিনিধিত্বকারী ২৩ ধরনের লোকনৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা তুলে ধরা হবে। এর মাধ্যমে বাংলার সমৃদ্ধ লোকঐতিহ্য, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার পরিচয় দেশ-বিদেশের দর্শকদের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইডেনে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছলে তাঁকে স্বাগত জানাতে থাকবে বিশেষ আয়োজন। প্রায় এক হাজার মহিলা একযোগে উলুধ্বনি দেবেন এবং একই সময়ে বেজে উঠবে প্রায় ১০ হাজার ঢাক। এই বিশাল সম্মিলিত পরিবেশনাকে বিশ্বরেকর্ড গড়ার মতো উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আয়োজকদের আশা, এই ব্যতিক্রমী আয়োজন আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিশেষ স্বীকৃতি পেতে পারে। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল দেবী বন্দনা ও পুজোর গান পরিবেশন করবেন। পাশাপাশি বিকেল থেকেই শুরু হবে বাংলার বিভিন্ন জেলার লোকসংস্কৃতির প্রদর্শনী। পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ;রাজ্যের নানা প্রান্তের শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব নৃত্য, গান ও লোকশিল্প উপস্থাপন করবেন। তামাং সেলো, লেপচা নৃত্য, রাজবংশী লোকনৃত্য, গম্ভীরা, বাউল, রাইবেশে, সাঁওতালি নাচ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব নৃত্য, ছৌ, পটুয়ার গান, রামপ্রসাদী, লোকনাট্য এবং বনবিবি পালাসহ বহু ঐতিহ্যবাহী শিল্পরূপ এই অনুষ্ঠানে স্থান পাবে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে 'মা আসছে, উমা স্টোরি' শীর্ষক থ্রি-ডি প্রোজেকশন ম্যাপিং শো প্রদর্শিত হবে, যা দর্শকদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেবে। আলো, শব্দ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে দেবীর আগমনের কাহিনি জীবন্ত হয়ে উঠবে। এই বৃহৎ আয়োজনের প্রস্তুতি অনেক দিন ধরেই চলছে। অনুষ্ঠানকে সফল করতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। প্রয়োজন হলে সামান্য পরিবর্তন করা হলেও মূল পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত। নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইডেনের দায়িত্ব বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে থাকবে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/RFP-01/26-27 Dated 09.09.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1041175_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

BHATPARA MUNICIPALITY
e-NIT No - MAD/ULB/BHATPARA/WWW/e-TENDER/ 01/2026-2027 Ref No - MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/ 425).. Dated 03/09/26
TENDER ID-2026 _MAD_1041322
e-NIT are invited by the Executive officer, Bhatpara Municipality for Supplying and laying of Extension of Pipe Line in ward no 31-34.
Tender Submission Closing Date **18-09-2026 at 16.00 pm.**
e-NIT No. MAD/ULB/BHATPARA/WWW/e-TENDER/02/2026-27.
Ref No MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/426. Dated- 03-09-2026.
TENDER ID-2026_MAD_1041381
(1 Procurement of submersible vertical motor pump set.
Bid Submission Closing Date- **23-09-26 at 14.00 pm**
Sd/- Administrator & Executive Officer,
Bhatpara Municipality

Serampore-Uttarpara Block Development Office
21, Rabindra Bhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the undersigned for the following schemes as per details given below : **1. NIeT No-02/SU/2026-27, dt: 07.09.2026** under **15th CFC(FY: 2025-26)** for 02 no. schemes for the construction of masonry drain. **2. NIeT No-03/SU/2026-27, dt: 08.09.2026** for 06 no. schemes for repairing of roads within different GP area. Online bid submission will end on **14.09.2026 at 5:00 PM** and **15.09.2026 at 5.00 PM** respectively. For more details please visit **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-,
Block Development Officer
Serampore-Uttarpara Development Block

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/148/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Covered Drain from Mintu Sardar House to Subrata Das House at Bankplot in Ward No.08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,52,118.00
WBMAD/ULB/ RSM/162/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Concrete Road From H/O Subal Ch. Pramanik to H/O Lakshman sarder at Dasani Math in Ward no. 08 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,05,107.00

Bid Submission end date is being extended from **09.09.2026 at 11-00 hrs to 17.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

EGRA MUNICIPALITY
Office of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur
E- Tender Notice
E - Tender **are hereby invited by The Chairman, Egra Municipality from the eligible tenderers, Vide NI(e)T No.- 10/Concrete Road(UDMA)/2026-27, Date- 08.09.2026.** Others details can be seen from the www.tenders.wb.gov.in & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in. Sd/- Chairman Egra Municipality**

e-Tender Notice
The Administrator, Dankuni Municipality, invites Tender for Supply of Electricals Items for Repair & Maintenance Work, Laying of Pipe Line Including Supply of Pipe & Accessories in Ward No-04, Cleaning and Excavation of the Earthen Drain from Hazra Para in Ward No-13, Cleaning and Excavation of the Nayanjhuli East Side of NH-19 from Peoples welfare Society to Dankuni Canal in Ward No-10 & 11 and Par-Dankuni Mosjid to ARJAV Ware House Campus in Ward No-04 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WB/DKM/Admin/e-NIT-27/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-28/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-29/2026-27, WB/DKM/Admin/e-NIT-30/2026-27 & WB/DKM/Admin/e-NIT-31/2026-27.** Bid Submission closing date (Online)- **25/09/2026.** Details may be seen from **https://tenders.wb.gov.in** the official website of e-Tender.
Sd/-
Administrator
Dankuni Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Administrator, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-950, Dt. 08/09/2026** for Civil Works in Different Ward under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1041145_1 to 13,** Last Date of Bid Submission **25/09/2026 at 18.55 Hrs.**
Sd/- **(Sougata Roy). Administrator, Kanchrapara Municipality**

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Executive Officer, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-959, Dt. 09/09/2026** for Civil Works (Drain with Slab & Footpath) at 7, 15, 16 & 17 under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1041376_1,** Last Date of Bid Submission **25/09/2026 at 18.55 Hrs.**
Sd/- **(Subrata Kumar Maity), Executive Officer, Kanchrapara Municipality**

PUJALI MUNICIPALITY
P.Nischintapur, Pujali, Kolkata-700138
NIT No.: 20 / PM / PWD (Road repair) / 2026-27, Dated: 08/09/2026.
for 2 nos Civil work
Tender submission closing date **24/09/2026 at 13:00 hrs**
For details visit: **www.wbtenders.gov.in**
website: **www.pujalimunicipality.in**, office Notice Board
Sd/- **Executive Officer**
Pujali Municipality

Notice Inviting e-Tender
1. Open Auctions are being invited by The Administrator.
Tender Reference No.: 1330/NBM/Store (2026_WB_5802)
Date: 08.09.2026
Last date of submission of tender: **16.09.2026 within 6 pm.** For details see **http://eauction.gov.in**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-17/26-27, Memo No-513, Date-09.09.2026
Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date : **10/09/2026.** Bid Submission end Date : **17/09/2026** and Bid Opening Date : **21/09/2026.** For Details Please Visit website **https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

Notice Inviting e-Tender
1. Open Tenders are being invited by The Administrator, North Barrackpore Municipality from Manufacturer/bonafied suppliers for the followings:
Tender Reference No.: 1366/NBM/Store (2026_MAD_5023294_1
Date: 09.09.2026
Sub.: Procurement of Food packets
Last date of submission of tender: **12.09.2026 within 6 pm.**
For details see **http://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**
Sd/- **Administrator**
North Barrackpore Municipality

OFFICE OF THE BOLPUR MUNICIPALITY
BOLPUR:BIRBHUM
1) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-07/2026-2027 Memo No:-1500/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026**
Number of Work:- 5 (Five) Sl. No. 1-5
Name of work: Repairing of CC road works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **26.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
2) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-08/2026-2027**
Memo No:-1499/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026
Number of Work:- 3 (Three) Sl. No. 1-3
Name of work: Improvement of CC road works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **26.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
3) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-09/2026-2027**
Memo No:-1501/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026
Number of Work:- 5 (Five) Sl. No. 1-5
Name of work: Repairing of CC road works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **26.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
4) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-10/2026-2027**
Memo No:-1502/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026
Number of Work:- 4 (Four) Sl. No. 1-4
Name of work: Repairing of CC road works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **26.09.2026** at **11:00 AM** for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
5) **WBMAD/ULB/BM/PW/DMA/NIT-11/2026-2027**
Memo No:-1503/PWD/BM/2026-2027, Dated-09.09.2026
Number of Work:- 13 (Thirteen) Sl. No. 1-13
Name of work: Up gradation of CC road works in different wards under Bolpur Municipality.
Last Date-of Submission **19.09.2026** & **26.09.2026** at 11:00 AM for details see Bolpur Municipality.
Notice Board & Web Site:- www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer
Bolpur Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical Installation at the Corridor of the 3rd Floor of Vidyasagar Bhawan, Saltlake, Sector-V, Kolkata-91." Tender No: WBPWD/AE/NEESD/e-NIQ-14/26-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5022637_1. Document Download Closing Date: 21.09.2026 up to 13.00 Hrs. Details may be downloaded from etender.wb.nic.in. Sd/- Assistant Engineer, PWD North East Electrical Sub-Division.
ICA- T17465(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of submission of Bids of this office e-Tender Ref. No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-30(2nd Call) /2026-27 (Tender Id No. 2026_WBPWD_5016069_2) is hereby extended up to 1.00P.M. on 15.09.2026. Details of NIQ, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the website:https://wbpwd.gov.in and e-Tender portal: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.
ICA- T17493(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 21/09/26 upto 12.00 Noon instead of 08/09/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 23/09/26 at 12.00 Noon instead of 10/09/26 at 12.00 Noon for "Annual comprehensive maintenance of Fire Detection and Alarm System of Vidyasagar SGH, Behala, South 24 Parganas" vide Tender ID - 2026_WBPWD_5019449_1. invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T17480(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM-VI
e-NIT No: WBIW/SE/CE(S)/ NIT-02e/2026-27, Sl. No. 01
Tender Id: 2026_IWD_1028620_1
Due to Administrative Reasons/Issues, the last Date & time of submission of online e-Bid and Technical Bid opening Date & time is once again extended as 21.09.2026 till 14:00 hours & 23.09.2026 at 11:00 Hours instead of 07.09.2026 upto 14:00 Hours & 08.09.2026 at 11:00 Hours respectively. All other terms & conditions will remain unchanged. Please go through the departmental website: **https://iwd.wb.gov.in** and **www.wbtenders.gov.in** (direct site) and also in the office of the undersigned. Sd/- TIA & the Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer (South), I&W Dte., Govt. of W.B.
ICA- T17380(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate:- eNIT No:**WBHD/AE/ESD-I/eNIT-7/2026-27**, Tender id-2026_HSD_1041094_1, Name of work: -"**Repair & Renovation of Electrical installation works at Flat no.D-7 at 32 B.C.Road RHE**". Bid Submission end date: 18.09.2026 upto 12 P.M, Tender Opening Date: 21.09.2026 after 12 P.M, Website- wbtenders.gov.in, Tender Location - Kolkata. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.
ICA- T17431(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
Online e-tender is invited by the office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate:-eNIT No: **WBHD/EE/ED-1/eNIT-03 (3rd Call)/2026-27**,Tender id **2026_HSD_5022749_1**,Name of work:-"SITC of 6 Passenger Lift including allied EI work at Community Hall of Akanksha Housing Complex under South Kolkata Electrical Section -I, HD. --- EI Work."Bid Submission start date: 08-Sep-2026 06:00 PM, Bid Submission end date:18-Sep-2026 12:00 PM upto 12.00 P.M, Tender Opening Date: 21-Sep-2026 12:00 PM after 12.00 P.M, Website- tenders.wb.gov.in, Tender Location-Newtown, Kolkata, 700157.Tender details may be obtained from Office of the Executive Engineer, Electrical Division No. I, Housing Directorate, New Secretariat Building, "B", Block Room No.1 Ground Floor 1,K.S Roy Road, Kolkata–700001 on all office days during office hours.
ICA- T17429(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-76/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5020227_1 is hereby extended up to 14/09/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T17442(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No:WBPWD/EE/37/IR/ T/ KCED/I of 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5018585_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M on 16.09.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://tenders.gov.in. Sd/- B. Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T17472(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-72/2026-27; Tender ID- 2026_WBPWD_5019495_1 is hereby extended up to 14/09/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T17444(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/22/IR/T/ KCED/II of 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5017511_1. Is hereby extended up to 02.00 P.M on 16.09.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://tenders.gov.in. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T17474(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Assistant Engineer, P.W.Dte., North Kolkata Health Sub-Division-II, online E-tender are follow / follows. NIT NO. WBPWD/AE/NKHSD-II/NIT-07e/26-27, ID: 2026_WBPWD_5022609_1, 2026_WBPWD_5022609_2. Last Date: 23.09.2026 at 01.00 p.m. Detail information will be obtained from the website http://etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.D., North Kolkata Health Sub-Division-II
ICA- T17457(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER DATE CORIGENDUM
e-Tender date corrigendum is invited by the undersigned for the work "Annual Comprehensive Servicing & maintenance of Fire detection and alarming system installed at Aliah University ,Park Circus Campus at 17, Gorachand Road, Kolkata ." e-Tender No: WBPWD/AE/46/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID 2026_WBPWD_5019216_1. Documents Submission end date 12.09.2026 up to 02.00P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/-Assistant Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Sub Division-I.
ICA- T17459(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum
Corrigendum of NIeT No. WBPWD/SE/SC/NIeT02/2026-2027 Circulated vide memo no. 766(W) dt. 08.09.2026 for the works of **1)** Canning Dock Ghat (Auto stand) Tiger Project office to Uttar Taldi Janakalyan More road, from 1.000 kmp to 2.500 km for the work of Strengthening (carriageway 7.0 m) from 2.500 km to 8.100 km for the work of Strengthening and Widening (from 3.75 m c/w to 5.50 m) including reconstruction of 01 nos. CD structures, protective work & drainage work in the District of South 24 Parganas, under South 24 Parganas Division, PWD under SASCI during the year 2026-2027. **2)** Auliapur Uttarbhag Road, from 0.000 kmp to 10.000 kmp for the work of Strengthening (existing carriageway from 5.5m) with reconstruction of culverts, protective works & drainage work in the District of South 24 Parganas, under South 24 Parganas Division, PWD under RIDF XXXII during the year 2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5018454_1 & 2) Estimated Amount: 1) 158825186.00 respectively. Bid submission closing (online) extended upto 18.09.2026 at 1.00 PM. Sd/- Superintending Engineer, Southern Circle, PWD.
ICA- T17478(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR TIME EXTENSION
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Supplying and Installing of Air Condition System, Light etc.(3rd Floor & 4th Floor reception area) as and where required in the Administrative Office of WBBPE at Saltlake, Kolkata-700091-- SITC of AC Machine" Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-73/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5015802_1.

Bid submission Closing Date (Online)	07.09.2026 up to 15:00 Hrs.	21.09.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	09.09.2026 at 15:05 Hrs.	23.09.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from tenders.wb.gov.in. Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA- T17471(1)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

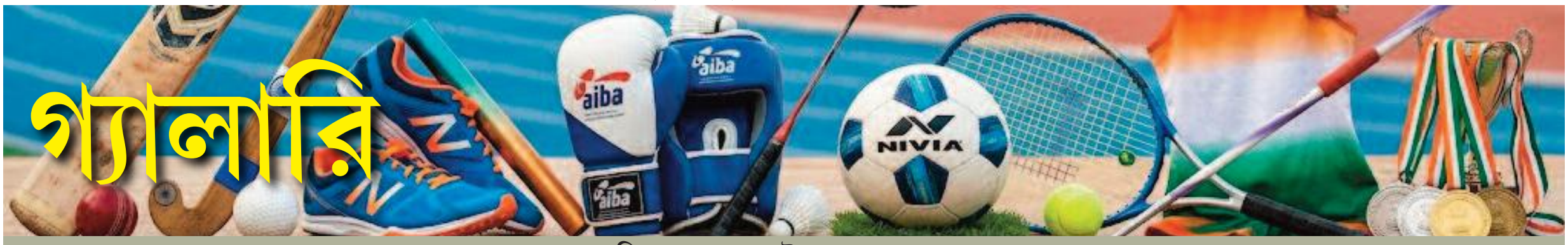

৪৭ বছর ধরে স্বপ্ন দেখছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম

টেবিল টেনিসে সিএলটির গৌরবগাথা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৭৫ সাল। কলকাতার মাটিতে বসেছিল বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে সেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা শহরের ক্রীড়ামহলে তৈরি করেছিল প্রবল আলোড়ন। টেবিল টেনিস নিয়ে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল কয়েক গুণ। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে এই খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল নতুন উন্মাদনা। বিশ্বমানের খেলোয়াড়দের খেলা কাছ থেকে দেখার সুযোগ কলকাতার ক্রীড়াপ্রেমীদের মনে যে ঢেউ তুলেছিল, তার প্রভাব পড়েছিল শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও। সেই ঢেউ এসে পৌঁছেছিল চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার বা সিএলটির অন্দরেও।

সিএলটির প্রাণপুরুষ সমর চট্টোপাধ্যায় বরাবরই মনে করতেন, শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। পড়াশোনা, গান, নাচ, অভিনয় কিংবা অন্যান্য সাংস্কৃতিক চর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চা এবং খেলাধুলাও শিশুর বেড়ে ওঠার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। তাঁর সেই ভাবনা থেকেই সিএলটিতে টেবিল টেনিসকে আরও সংগঠিতভাবে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে শুরু উদ্যোগ

টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সমর চট্টোপাধ্যায় তাঁর অন্যতম সহযোদ্ধা অসিত মৈত্রকে পাঠালেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। সেখানে ছিল বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের দফতর। উদ্দেশ্য ছিল সিএলটির শিশুদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা।

অসিত মৈত্রের উদ্যোগে একজন প্রশিক্ষককে সিএলটিতে আনা হল। জাতীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই কোচ কয়েক মাস শিশুদের প্রশিক্ষণ দিলেন। কিন্তু পরে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ায় প্রশিক্ষণের দায়িত্বে পরিবর্তন এল। শেষ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব এসে পড়ল রবি চট্টোপাধ্যায়ের উপর।

১৯৭৭ সাল থেকে সিএলটির টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণের সঙ্গে রবি চট্টোপাধ্যায়ের সরাসরি যুক্ত হওয়ার শুরু। তখন থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ছোটদের হাতে শুধু ব্যাট তুলে দিয়ে খেলতে বললেই হবে না। তাদের খেলাটাকে ভালবাসতে শেখাতে হবে। নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। জয়ের পাশাপাশি হারকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। প্রতিপক্ষকে সম্মান করে নিজের সেরাটা দেওয়ার মানসিকতাও তৈরি করতে হবে।

সিএলটিতে টেবিল টেনিসের সেই চর্চা ধীরে ধীরে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু একটি বড় প্রশ্ন তখনও ছিল; শুধু প্রশিক্ষণ নয়, শিশুদের জন্য নিয়মিত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হবে কীভাবে?

সমরদার সেই প্রশ্ন

১৯৭৯ সাল। সেই বছরটি ছিল আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ। একদিন সমরদা হঠাৎ রবিবাবুকে বললেন, 'কী গো, এ বছর শিশুদের বছর; কিছু করবে না?'

রবিবাবু বললেন, 'কী করব? কিছু করতে হলে তো প্রতিযোগিতা করতে হয়।'

সমরদা বললেন, 'তাই করবে।'

রবি চট্টোপাধ্যায় তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনিই তো প্রতিযোগিতা করতে মানা করেন।'

সমর চট্টোপাধ্যায়ের উত্তর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ; 'ভুল কোরো না। সুস্থ প্রতিযোগিতা করতে মানা করি না।'

সেই কথার মধ্যে ছিল তাঁর চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি শিশুদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাননি। কিন্তু প্রতিযোগিতাকে ভয় পাওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর কাছে সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর, নিজের ক্ষমতা যাচাই করার এবং পরিশ্রমের মূল্য বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এরপর সমরদা অসিত মৈত্রকে বললেন, রবিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করার ব্যবস্থা করতে।

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিন দিনের প্রতিযোগিতা

সেই মতো এক শনিবার অসিত মৈত্র, গোপীদা, প্রবীরদা, অমল ঘোষ এবং আরও কয়েকজন মিলে সিএলটিতে বসে প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা হল। সিদ্ধান্ত হল, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে তিন দিন ধরে টেবিল টেনিসের প্রতিযোগিতা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হল সেই প্রতিযোগিতা। তিন দিন ধরে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র সরগরম হয়ে উঠল ছোট ছোট খেলোয়াড়ের ব্যাটের শব্দে। কারও কাছে সেটি ছিল প্রথম বড় প্রতিযোগিতায় নামার অভিজ্ঞতা, কারও কাছে ছিল নিজের প্রশিক্ষণের পরীক্ষা। কেউ জিতল, কেউ হারল। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরও শিশুদের উৎসাহ কমেনি। বরং খেলার প্রতি আগ্রহ আরও বেড়ে গেল।

সেদিন হয়তো কেউ ভাবেনি, এই ছোট্ট উদ্যোগ একদিন ৪৭ বছরের ঐতিহ্যে পরিণত হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই তিন দিনের প্রতিযোগিতাই হয়ে উঠল সিএলটির টেবিল টেনিসের দীর্ঘ যাত্রার অন্যতম ভিত্তি।

সিএলটির মাটি থেকে উঠে এসেছে বহু প্রতিভা

গত ৪৭ বছরে সিএলটির টেবিল টেনিস চর্চা বহু প্রতিভাবান ছেলে-মেয়েকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে এসেছে অর্জুন দত্ত, শিবাজি দত্ত, কৃত্তিকা সিনহা রায়, সুরভি পাটোওয়ারি, সায়নী পান্ডা, সায়ন বসু, অনির্বাণ সিনহা রায়, স্পৃহা দেবনাথ, পারিজাত দুয়ারি, দেব্রিন মণ্ডল-সহ বহু খেলোয়াড়।

প্রত্যেকের পথ এক নয়। কেউ আরও বড় স্তরে গিয়ে সাফল্য পেয়েছেন, কেউ প্রতিযোগিতার জগতে নিজের জায়গা তৈরি করেছে, আবার কেউ হয়তো পেশাদার খেলোয়াড় না হলেও খেলাটিকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে নিয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের গল্পে সিএলটির অবদান থেকে যায়।

একটি শিশুকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রয়োজন প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা। অনুশীলনের টেবিলে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, প্রতিযোগিতার টেবিলে তারই পরীক্ষা হয়। চাপের মধ্যে খেলা, প্রতিপক্ষের কৌশল বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া, এগিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করা এবং হেরে গিয়ে পরের দিন আবার অনুশীলনে ফিরে আসা; এই শিক্ষাগুলিই একজন শিশুকে ধীরে ধীরে পরিণত করে।

সিএলটির টেবিল টেনিস সেই সুযোগটাই তৈরি করেছে বছরের পর বছর।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়েও নতুন অধ্যায়

সিএলটির টেবিল টেনিসের ইতিহাসে আরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় শুরু হয়েছিল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে। খেলাধুলার পরিসরকে আরও বিস্তৃত করে তাঁদেরও টেবিল টেনিসের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয় সিএলটি।

আজ সিএলটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ২৮ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন খেলোয়াড়। তাঁদের মধ্যে দু'জন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন; শুভজিৎ নাগ এবং আত্মদীপ চক্রবর্তী।

শুভজিৎ নাগের সাফল্য আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সিএলটির নাম উজ্জ্বল করেছে। ২০১৮ সালে গ্রিসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তিনি দু'টি সোনার পদক জিতেছেন। তাঁর এই সাফল্য শুধু একটি ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, সিএলটির অন্তর্ভুক্তিমূলক ক্রীড়াচর্চারও বড় স্বীকৃতি।

একজন শিশুর শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা তার স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না; সঠিক প্রশিক্ষণ, সুযোগ এবং উৎসাহ পেলে সেই শিশুও সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারে। শুভজিৎ এবং আত্মদীপের সাফল্য সেই বিশ্বাসকেই আরও শক্তিশালী করেছে।

খেলার মধ্যেই তৈরি হয় আত্মবিশ্বাস

সিএলটির টেবিল টেনিসের দীর্ঘ যাত্রাকে শুধু কয়েকটি প্রতিযোগিতা বা কয়েকজন সফল খেলোয়াড়ের তালিকা দিয়ে বিচার করলে তার আসল গুরুত্ব বোঝা যাবে না। কারণ এই উদ্যোগের সবচেয়ে বড় সাফল্য হয়তো সেই সমস্ত শিশুদের মধ্যে, যারা খেলতে এসে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে।

টেবিল টেনিস এমন একটি খেলা যেখানে চোখ, হাত, শরীর এবং মস্তিষ্ককে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রতিপক্ষের চাল বুঝে নিজের কৌশল বদলাতে হয়। ফলে নিয়মিত এই খেলার চর্চা শিশুদের একাগ্রতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তা বাড়াতে সাহায্য করে।

সিএলটির ভাবনায় তাই টেবিল টেনিস কেবল একটি খেলা নয়। এটি শিশুদের জীবনবোধ তৈরিরও একটি মাধ্যম।

৪৭ বছর পরেও থামেনি পথচলা

১৯৭৯ সালে শুরু হওয়া সেই প্রতিযোগিতা আজ ৪৭ বছর পেরিয়ে এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বদলে গিয়েছে অনেক কিছু। বদলেছে সময়, বদলেছে প্রশিক্ষণের পদ্ধতি, বদলেছে খেলাধুলার পরিকাঠামো। কিন্তু বদলায়নি সিএলটির মূল উদ্দেশ্য; শিশুদের হাতে সুযোগ তুলে দেওয়া।

কত ছেলে-মেয়ে এই টেবিলে প্রথমবার ব্যাট ধরেছে, কতজন প্রথম প্রতিযোগিতায় হেরেছে, কতজন আবার পরের বছর আরও জোরে অনুশীলন করে ফিরে এসেছে;তার কোনও পূর্ণ হিসাব হয়তো নেই। কিন্তু সেই অসংখ্য ছোট ছোট গল্প মিলিয়েই তৈরি হয়েছে সিএলটির টেবিল টেনিসের ইতিহাস।

কেউ এসেছে কয়েক মাসের জন্য, কেউ থেকেছে বছরের পর বছর। কেউ প্রথম ম্যাচেই জিতেছে, কেউ বহুবার হেরে গিয়ে অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখেছে। কিন্তু প্রত্যেকেই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে একটি শিক্ষা;হার মানে শেষ নয়, বরং আরও ভালভাবে ফিরে আসার সুযোগ।

৭৫ বছরের সিএলটি, অটুট সেই স্বপ্ন

আজ সিএলটি ৭৫ বছরের দোরগোড়া পেরিয়ে গৌরবের অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে। ৮ মে থেকে শুরু হয়েছে সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে শিশুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা এবং খেলাধুলার বিকাশে সিএলটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এই দীর্ঘ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ টেবিল টেনিস। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপকে ঘিরে যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তার পরবর্তী সময়ে সিএলটির ঘরে ঘরে এই খেলা জায়গা করে নেয়। ১৯৭৭ সালে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ১৯৭৯ সালে প্রথম বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন; তারপর একের পর এক প্রজন্মের হাতে ব্যাট তুলে দেওয়ার যাত্রা।

আজ সেই পথচলা ৪৭ বছরের

সমর চট্টোপাধ্যায় যে স্বপ্ন নিয়ে সিএলটির পথচলা তৈরি করেছিলেন, সেই স্বপ্নের অন্যতম উজ্জ্বল উত্তরাধিকার হয়ে রয়েছে টেবিল টেনিস। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিশুদের শুধু পড়ানো নয়, তাদের খেলতে দিতে হবে, নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। সেই সুযোগ পেলে শিশুরাই একদিন নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।

আজ অর্জুন দত্ত থেকে কৃত্তিকা সিনহা রায়, সায়নী পান্ডা থেকে স্পৃহা দেবনাথ, শুভজিৎ নাগ থেকে আত্মদীপ চক্রবর্তী; অসংখ্য নাম সেই স্বপ্নের সাক্ষ্য বহন করছে।

একটি টেবিল, একটি ব্যাট, একটি ছোট্ট সাদা বল; আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক শিশু। তার চোখে হয়তো তখনও জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মঞ্চের স্বপ্ন নেই। আছে শুধু বলটাকে ঠিক জায়গায় ফেরানোর চেষ্টা।

কিন্তু সেই ছোট্ট চেষ্টার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে বড় হয়ে ওঠার গল্প।

সিএলটির টেবিল টেনিসের ৪৭ বছরের ইতিহাস আসলে সেই গল্পই বলে; শিশুর হাতে ব্যাট তুলে দিলে শুধু একজন খেলোয়াড় তৈরি হয় না, তৈরি হয় আত্মবিশ্বাসী মানুষ।

৭৫ বছরের সিএলটি তাই আজ শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নয়। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বপ্ন দেখার, স্বপ্নকে লালন করার এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার এক গর্বের ঠিকানা।

আর সেই ঠিকানার সঙ্গে টেবিল টেনিসের সম্পর্ক আজও অটুট।

সমর চট্টোপাধ্যায়ের শুরু করে যাওয়া সেই স্বপ্ন আজও ব্যাটের শব্দে বেঁচে আছে।

নেই শুধু ব্যালন ডি'অর

অপেক্ষার অবসান এবার কি শেষ হবে কিলিয়ান এমবাপের!

গৌরব সেন

ব্যালন ডি'অর জয়ের অপেক্ষাটা কি এবার শেষ হতে চলেছে কিলিয়ান এমবাপের? ফরাসি তারকার নিজের কথাতেই মিলেছে সেই আত্মবিশ্বাসের ইঙ্গিত। বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার জেতার দৌড়ে এবার নিজেকেই অন্যতম প্রধান দাবিদার হিসাবে দেখছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই তারকা। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের নিরিখে তাঁর দাবিটা আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। কিন্তু ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার ব্যক্তিগত পুরস্কারের হিসাবটা শুধু গোল দিয়ে হয় না। সেখানেই তৈরি হচ্ছে আসল বিতর্ক এমবাপের ব্যক্তিগত সাফল্য কি দলীয় ট্রফির ঘাটতিকে ছাপিয়ে যেতে পারবে? ২০২৬ বিশ্বকাপের পর এমবাপের দাবি আরও জোরাল হয়েছে। ফ্রান্সের হয়ে ১০ গোল করে টানা দ্বিতীয়বার গোল্ডেন বুট জিতেছেন তিনি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে তাঁর মোট গোলসংখ্যা এখন ২২, লিওনেল মেসিকে পেরিয়ে সর্বোচ্চ। এক বিশ্বকাপে ১০ গোল করার কীর্তিও গত ৫৬ বছরে বিরল। তবে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত চতুর্থ স্থানে থেমেছে। ক্লাব ফুটবলেও ছবিটা একই রকম উজ্জ্বল। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মরশুমে ৪৪ ম্যাচে ৪২ গোল করেছেন এমবাপে। লা লিগায়ও ছিলেন দুর্দান্ত। কিন্তু রিয়াল সেই মরশুমে কোনও বড় ট্রফি জিততে পারেনি। ব্যালন ডি'অরের ভোটে এই বিষয়টিই সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন এমন কয়েকজন, যাঁদের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের সঙ্গে দলীয় সাফল্যও জুড়ে আছে। হ্যারি কেন বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ৫১ ম্যাচে ৬১ গোল করেছেন। লামিনে ইয়ামাল আবার বার্সেলোনার হয়ে লা লিগা এবং স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফলে ভোটের লড়াইয়ে এমবাপের সামনে শুধু গোলের সংখ্যা নয়, ট্রফির পাল্লাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এমবাপে অবশ্য নিজের দাবিতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য, রিয়াল মাদ্রিদের মতো ক্লাবে খেললেই ব্যালন ডি'অরের সঙ্গে নাম জড়িয়ে যায়। একই সঙ্গে তিনি মনে করেন, বিশ্বের সেরা ফুটবলার কে, তার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের ভোটেই হবে। ২০২৩ সালে ব্যালন ডি'অর ভোটে তৃতীয় হয়েছিলেন এমবাপে। গত বছর পুরস্কার জিতেছিলেন উসমান দেম্বেলে। এবার তাই ফরাসি তারকার সামনে শুধু একটি পুরস্কার জেতার লড়াই নয় বরং নিজের প্রজন্মের সেরা ফুটবলার হিসাবে দাবিটাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইও। ২৬ অক্টোবর লন্ডনে ফল ঘোষণা। সেদিনই জানা যাবে গোল, রেকর্ড আর বিশ্বকাপের ব্যক্তিগত দাপট কি শেষ পর্যন্ত এমবাপেকে ব্যালন ডি'অরের মুকুট এনে দেয়, নাকি আবারও ট্রফির হিসাবেই পিছিয়ে পড়বেন রিয়ালের ফরাসি তারকা।

অসম্মান ও কোণঠাসা করা হয়েছিল, এখনও বহু ডলার বাকি

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রাক্তন কোচ জেসন গিলেসপি বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, কোচ হিসাবে কাজ করার সময় তাঁকে অসম্মান করা হয়েছে, তাঁর দায়িত্ব ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কার্যত দল পরিচালনার প্রক্রিয়া থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে এখনও তাঁর 'হাজার হাজার ডলার' পাওনা রয়েছে বলেও দাবি করেছেন প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় পেসার।

পাকিস্তান টেস্ট দলের কোচ হিসাবে গিলেসপির সময়টা ছিল যথেষ্ট অস্থির। সেই সময় পাকিস্তান ক্রিকেটে বারবার বদল এসেছে নির্বাচক কমিটি, সহায়ক কর্মী থেকে শুরু করে দল নির্বাচন এবং একাদশ গঠনেও। গিলেসপির মতে, নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসাবে আকিব জাভেদ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়।

এক সাক্ষাৎকারে গিলেসপি বলেন, আকিব জাভেদের নিয়োগের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে তাঁর ভূমিকার পরিধি দ্রুত কমতে থাকে। প্রথমে টেস্ট দলের দায়িত্ব, খেলোয়াড় ও সহায়ক কর্মীদের দেখভাল এবং নির্বাচনে মতামত দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল। কিন্তু পরে তাঁর কথায়, 'কোনও বিষয়েই আমার আর কোনও ভূমিকা ছিল না।'

এই অভিজ্ঞতা তাঁকে মানসিক ভাবেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল বলে জানিয়েছেন গিলেসপি। তাঁর কথায়, গোটা ঘটনা তাঁকে ভিতর থেকে ভেঙে দিয়েছিল। কোচিং নিয়ে নিজের যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এমনকী ক্রিকেটের সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে চান কি না, তা নিয়েও তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন।

'আমি তোষামোদ করতে আসিনি'

গিলেসপি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিজের নীতির সঙ্গে আপস করে পাকিস্তান দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর দাবি, চাইলে সব বিষয়ে চুপ করে থেকে নিজের বেতন নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারতেন। কিন্তু সেটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে যায় না। তিনি আরও জানান, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে এখনও তাঁর কয়েক হাজার ডলার পাওনা রয়েছে। তবে অর্থের জন্য নিজের নীতির সঙ্গে আপস করতে তিনি রাজি ছিলেন না।

আকিব জাভেদের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন গিলেসপি। তাঁর দাবি, দলের ভিতরে তাঁর বিরুদ্ধে নিয়মিত নেতিবাচক প্রচার চালানো হত। পাকিস্তান ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি তাঁকে জানিয়েছেন, আকিব নেপথ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছেন। গিলেসপির বক্তব্য, এই ধরনের মন্তব্য চলতে থাকলে তিনি আইনি পদক্ষেপের কথাও ভাবতে পারেন।

'আমাকে অসম্মান ও কোণঠাসা করা হয়েছিল'

আকিব জাভেদের সঙ্গে প্রথম বৈঠকের অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেছেন গিলেসপি। তাঁর অভিযোগ, প্রথম সাক্ষাতেই আকিব এমন আচরণ করেছিলেন যেন তিনিই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। একের পর এক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি গিলেসপির।

প্রথম দিকে বিষয়টি মেনে নিলেও পরে আকিবের কয়েকটি মন্তব্যের সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। সেখান থেকেই সম্পর্কের অবনতি শুরু বলে তাঁর দাবি। তাঁর অভিযোগ, কোনও সহযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়নি। বরং আকিবের সিদ্ধান্তই শেষ কথা হয়ে উঠেছিল।

গিলেসপির মতে, চেয়ারম্যান ও বোর্ডের সমর্থন থাকায় আকিব নিজেকে কার্যত নিরাপদ মনে করতেন। ফলে একজন কোচ হিসাবে তিনি নিজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেই আপসের পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন।

'পাকিস্তান ক্রিকেট পিছিয়েই যাবে'

পাকিস্তান ক্রিকেটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন গিলেসপি। তাঁর মতে, সমস্যার মূল জায়গাগুলির একটি হল আকিব জাভেদের ভূমিকা। তিনি দাবি করেছেন, যতদিন আকিব জাভেদ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকবেন, ততদিন পাকিস্তান ক্রিকেটের অগ্রগতি কঠিন।

গিলেসপির মতে, দলের অধিনায়ক কে হবেন, সেই সিদ্ধান্ত বোর্ডের দফতরে বসে কর্মকর্তাদের নেওয়া উচিত নয়। একজন দক্ষ কোচকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। পরিস্থিতি বুঝে সেই কোচের হাতেই অধিনায়ক বেছে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, এভাবেই ধীরে ধীরে একটি দলকে পুনর্গঠন করা সম্ভব। নইলে পাকিস্তান ক্রিকেট যে পথে এগোচ্ছে, তাতে সামনে এগোনোর বদলে আরও পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

গিলেসপির বিস্ফোরক মন্তব্যে পাকিস্তান ক্রিকেটের অন্দরমহলের পুরনো বিতর্কই নতুন করে সামনে এল; কোচের স্বাধীনতা, নির্বাচকদের ভূমিকা এবং বোর্ডের হস্তক্ষেপ। তাঁর অভিযোগ সত্যি হলে, পাকিস্তান ক্রিকেটে প্রশাসন ও দলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ফের বড় প্রশ্ন উঠতেই পারে।